প্রাথমিক শিক্ষায় দ্বিবার্ষিক ডিপ্লোমা

কোর্স - 509

উচ্চপ্রাথমিক স্তরে সমাজবিজ্ঞান শিখন

ব্লক - 1

শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের ধারণা

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান

A-24/25 প্রতিষ্ঠানিক এলাকা, সেকটর-62, নয়ডা

গৌতম বুদ্ধ নগর, ইউ পি-201309

ওয়েব সাইট : www.nios.ac.in

শিক্ষার্থী সহায়ক কেন্দ্র টোল ফ্রি নম্বর : 1800 180 9393

ই-মেল : lsc@nios.ac.in

ব্লক - 1

শাখা হিসেবে সামাজ বিজ্ঞানের ধারণা

এককগুলি

একক 1 সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি

একক 2 বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সমাজবিজ্ঞান

ব্লক পরিচয়

ব্লক ভূমিকা - 1

শিক্ষার্থী হিসেবে ভাগ 1-সামাজিক বিজ্ঞানকে একটি বিষয় হিসেবে বুঝতে পড়তে হবে। এই ভাগে সমাজিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি তথা পাঠ্যচর্চায় সামাজিক বিষয়ে দুটি শাখা। প্রত্যেক শাখা ভাগ এবং উপভাগে বিভক্ত।

একক-1

এই শাখায় শিক্ষার্থীকে সামাজিক বিজ্ঞানকে উদ্ভব একক অবোধারণা সম্পর্কিত চিন্তাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। আবার শিক্ষার্থীকে সামাজিক অধ্যয়ন এবং সামাজিক বিজ্ঞানে সমানতা এবং ভিতরকার বুঝতে উপযুক্ত করবে। আবার শিক্ষার্থী এও জানতে পারবে যে সামাজিক বিজ্ঞান বিভিন্ন সময়ে যেমন—পূর্ব আধুনিক বিশ্ব আধুনিক তথা সমসাময়িক বিশ্ব নিজের সফলতা কিভাবে এনেছে। এই শাখা পড়ার পর শিক্ষার্থী সামাজিক বিজ্ঞান সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতে পারবে। এই শাখা শিক্ষার্থীকে সামাজিক বিজ্ঞানের ভিতরকার পরিদৃশ্য তথা বিদ্যালয় স্তরের পর সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে বর্ণনা করতে সাহায্য করবে।

একক-2

এই শাখা পড়ার পর সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রভাবিত করেছে যা তা বোঝা যাবে। এই শাখা শিক্ষার্থী স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে বুঝতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থী রাষ্ট্রীয় একতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা করতে পারবে। সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয় যেমন—লিঙ্গভেদ, জাতি আদিবাসী ইত্যাদির উপর আলোচনা করার উপযুক্ত হবে। এই উপরাষ্ট্রীয়, অন্তঃরাষ্ট্রীয় দুই বিষয়ের উপর সামাজিক বিজ্ঞানে চিন্তাধারা প্রদান করতে পারবে।

বিষয়সূচী

ক্রমিক সংখ্যা	এককের নাম	পৃষ্ঠা
1	একক-1 : সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি	1
2	একক-2 : বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সমাজবিজ্ঞান	29

একক—1 : সমাজজীবনের প্রকৃতি

নোট

কাঠামো

1.0 – পরিচিতি

1.1 – শিক্ষণ উদ্দেশ্য

1.2 – সামাজিক বিজ্ঞান : বিবর্তন ও ধারণা

1.2.1 – সামাজিক-বিজ্ঞানের বিবর্তন

1.2.2 – সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা এবং সমাজ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক

1.2.3 – উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে সমাজ বিজ্ঞান

1.3 – সমাজ বিজ্ঞান বিভিন্ন যুগে

1.3.1 – প্রাক্ আধুনিক বিশ্বে সামজ বিজ্ঞান

1.3.2 – আধুনিক ও সমসাময়িক বিশ্বে সমাজবিজ্ঞান

1.3.3 – বিভিন্ন যুগে ভারতীয় দৃষ্টিকোণে সমাজ বিজ্ঞান

1.4 – সমাজের বর্তমান অবস্থা

1.4.1 – বর্তমানে সামাজিক ঘটনাবলী ও চ্যালেঞ্জ

1.4.2 – বৈষম্যমূলক সমাজে সমাজ বিজ্ঞানের পরিধি

1.5 – সমাজ বিজ্ঞানের উপাদান

1.5.1 – সমাজ বিজ্ঞানের অধীনে বিবেচিত বিষয়াদি

1.5.2 – বিদ্যালয় স্তরের সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষামূলক উপাদান

1.6 – একত্রীকরণ ও আন্তঃশাস্ত্র সম্পর্কের প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞান

1.6.1 – আন্তঃশাস্ত্র পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ বিজ্ঞান

1.6.2 – একত্রীকরণ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ বিজ্ঞান

1.7 – সারাংশ

1.8 – শব্দকোষ

1.9 – উত্তরদানের মাধ্যমে অগ্রগতি যাচাই

1.10 – প্রস্তাবিত পাঠ রেফারেন্স

1.11 – একক শেষের অনুশীলনী

নোট

1.0 সূচনা :

সামাজিক বিজ্ঞান একটি ক্ষেত্র গঠন করে যা তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে নারী/পুরুষের সম্পর্ক অধ্যয়ন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজবিজ্ঞানের জন্ম একটি প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে (বেশিরভাগই উচ্চতর শিক্ষা/বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তরের অধ্যয়ন ক্ষেত্র); এবং বিংশ শতাব্দী থেকে সমাজ বিজ্ঞান ভারতসহ সমগ্র বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যক্রমের অংশগ্রহণ হয়ে উঠেছে। এখন আপনি যখন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন, তখন আপনি স্মরণ করতে পারেন যে আপনি আপনার স্কুল বিষয়গুলির অংশ হিসাবে সমাজবিজ্ঞান (Social Studies) অধ্যয়ন করেছেন। এই এককে আমরা সামাজিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি, সামাজিক বিজ্ঞানের ধারনা ও বিবর্তন সম্পর্কে জানব।

1.1 শিখন উদ্দেশ্য

এই এককটি সমাপ্তকালে আপনি এগুলি করতে সক্ষম হবেন :

- সামাজিক বিজ্ঞানগুলির বিবর্তন বর্ণনা।
- সামাজিক বিজ্ঞানগুলির ধারনা এবং সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক।
- উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যক্রমে সামাজিক-বিজ্ঞানগুলির অবস্থান বর্ণনা।
- প্রাক্ আধুনিক, আধুনিক এবং সমসাময়িক বিশ্বের সামাজিক বিজ্ঞানের প্রথাগত প্রকৃতির ব্যাখ্যা।
- বিভিন্ন সময়ে সামাজিক বিজ্ঞানের ভারতীয় দৃষ্টিকোণ আলোচনা।
- বর্তমান সামাজিক ঘটনা ও চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানের স্থান ও পরিধি।
- সমাজ-বিজ্ঞান পরিবারে বিবেচিত বিষয়গুলির তালিকা।
- বিদ্যালয় স্তরে সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষামূলক উপাদান সনাক্তকরণ।
- এবং একত্রীকরণ ও আন্তঃশাস্ত্র সম্পর্কের প্রেক্ষিতে সমাজ বিজ্ঞান।

1.2 সামাজিক-বিজ্ঞান : ধারনা ও বিবর্তন :

সামাজিক বিজ্ঞান একটি শাখা/জ্ঞান ক্ষেত্র যা মূলত মানব সমাজ বা মানব সম্পর্ক অধ্যয়ন করে। সামজ বিজ্ঞান মানবজীবনের সামাজিক আচরণ অধ্যয়ন করে। মানবজীবনের সামাজিক আচরণের বিভিন্ন মূল উপাদান হচ্ছে—অর্থনৈতিক আচরণ, রাজনৈতিক আচরণ, সাংস্কৃতিক আচরণ এবং ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নীতিশাস্ত্র, সমাজে মূল্যবোধের অনুকরণ। সমাজ বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে/উচ্চ শিক্ষাস্তরে এবং বিদ্যালয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়/উচ্চশিক্ষা/বিদ্যালয় স্তরে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলি হোল—ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ববিদ্যা যেগুলি শিক্ষার্থীদের ঐচ্ছিক/স্বাধীন বিষয় হিসাবে শেখানো হয়। বিদ্যালয় ও নিম্ন বিদ্যালয় স্তরে সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়ও শিক্ষার্থীদের একক বিষয় হিসাবে পড়ানো হয় যেটি সমাজ শিক্ষা (সমাজ বিজ্ঞান) (Social Studies) নামে পরিচিত। এখন আমরা সমাজ বিজ্ঞানের বিবর্তন এবং ধারনা নিয়ে আলোচনা করব।

নোট

1.2.1 সমাজ বিজ্ঞানের বিবর্তন :

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধ্যয়নরত একটি আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র হিসাবে 'সামাজিক-বিজ্ঞান' প্রবর্তিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়/উচ্চ শিক্ষা পাঠ্যক্রমের একটি অংশ হয়ে ওঠে। 'সমাজ শিক্ষা' (যা সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তু থেকে পাঠ গঠন করে) বিংশ শতাব্দীতে বিদ্যালয় বা নিম্নবিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়।

সমাজ বিজ্ঞানের বিবর্তন ও বৃদ্ধি আধুনিকায়ণ, শিল্পায়ন, নগরায়ন, বিজ্ঞান এবং আরও অনেক কিছু বিকাশমূলক প্রতিদানের ফলস্বরূপ। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে এবং পরবর্তীকালে অনেক আগেই দেখা যায় যে মানুষের জীবনযাপনের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সমগ্র বিশ্ব একটি ভিত্তিগত আন্দোলন নিয়েছিল। ইতালি ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে নবজাগরণ, ফরাসি বিপ্লব 1789, 1767 থেকে শুরু শিল্প বিপ্লব, 1776 এর আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, নতুন রূপে পুঁজিবাদের উন্নয়ণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নয়ণ ইত্যাদি মানবজীবনে অনেক সুখ এবং অসুবিধার সঞ্চার করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ইতিবাচক দিকগুলিতে, বাণিজ্যিক উন্নয়ণ, পরিবহন এবং যোগাযোগ উন্নয়ণ, সুবিধার গুণগতমান, শিক্ষার উন্নতি এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ণ ইত্যাদি এবং নেতিবাচক দিকে সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক-বিশৃঙ্খলা, সামাজিক বিদ্বেষ এবং অস্থিরতা, বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট, জনগণের মধ্যে অকল্যাণকর প্রতিযোগিতা গড়ে তোলার প্রতি জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সমাজ বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে এবং শিক্ষা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে গড়ে উঠেছে।

আধুনিক সমাজের ভবিষ্যত এবং চরিত্র বোঝার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজবিজ্ঞানের জন্ম হয় (রস, 1991, P-3)। মন্তেস্কু স্পিরিট অফ দ্য ল্য (1748), অ্যাডাম স্মিথের ওয়েলথ অফ নেশান (1776), কন্ডোরসেটের আউটলাইন অফ হিস্ট্রিক্যাল ভিউ অফ দ্য প্রোগ্রেস অফ দ্য হিউম্যান কাইণ্ড (1795) এবং জে. জি. হারডার-এর আইডিয়া টুওয়ার্ডস অ্যা ফিলোসফি অফ্ হিস্ট্রি (1784-91) ইত্যাদি সমাজ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ছিল। এই সমস্ত সমাজ বিজ্ঞানীগণ আধুনিক সমাজ এবং সামন্ততান্ত্রিক এবং প্রাচীন রূপের মধ্যে পার্থক্যটি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁরা কল্পনা করেছেন আধুনিক সমাজের ভবিষ্যৎকে নির্দেশ দেখাবে সমাজ বিজ্ঞান।

শিল্পায়ন, আধুনিকায়ন, বৈজ্ঞানিক উন্নয়ণ ইত্যাদি কারণে অনেক নতুন সামাজিক সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে এবং সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে ও বিপর্যস্ত করেছে। শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে রোগ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, শ্রমিকের শোষণ ইত্যাদি নানান সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। আধুনিক বিজ্ঞান জীবাণু যুদ্ধের সৃষ্টি করে। মানবজাতি ধ্বংসের জন্য পরমাণু ও অন্যান্য বিপজ্জনক রাসায়নিক এবং পারমাণবিক সৃষ্টি করছে। দুটি যুদ্ধ (বিশ্বযুদ্ধ-1 এবং বিশ্বযুদ্ধ-2) বিংশ শতাব্দীতে মানবজাতির জন্য অবর্ণনীয় দুর্বিপাক এনেছে। এই দুটি বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও, অন্যান্য অনেক যুদ্ধ ছিল যা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দেখতে পাওয়া যায়, যা মানবজাতির জন্য সত্যিই খারাপ ছিল। বিজ্ঞানের অপব্যবহার, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ ইত্যাদি সত্যিকারের বিপদের হুমকি দেয় মানবজাতিকে। 1930 থেকে 1940 সাল পর্যন্ত গুরুতর অর্থনৈতিক মন্দার অভিজ্ঞতা বিশ্ববাসীর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা, ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল। বিগত

নোট

শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত বৃদ্ধির অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যদিও এতে অনেক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান একদিকে শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের মন্দ অভাবগুলির প্রতিরোধ এবং পরীক্ষা করা ও অন্যদিকে উন্নত ভবিষ্যতের জন্য আধুনিক সমাজকে নির্দেশ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ এবং অন্যান্য অনেক বুদ্ধিজীবীগণ এটা উপলব্ধি করেছেন যে, সমাজ বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের থেকে নিকৃষ্টমানের নয়, যেমন শারীর বিজ্ঞান বা জৈবিক বিজ্ঞান। সাধারণ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, একটি বিস্ফোরণ দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংস করার জন্য পরমাণু সংগঠনে সক্ষম। এই সমস্ত উপায়ে মানবজাতিকে ধ্বংস করার থেকে বাধা দিতে সামাজিক বিজ্ঞানের অধ্যয়ণ প্রয়োজন।

যেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানগুলির আধুনিক সমাজের জন্য মহান প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, তাই তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আধুনিক শিক্ষার অংশ/পাঠ্যক্রম পদ্ধতি গঠন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিশ্বজুড়ে সমাজবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়/উচ্চ শিক্ষার অংশ হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিত্বের সুস্বাস্থ্যমূলক সামাজিক ও গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের গুণাবলীর উন্নয়ণের জন্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিংশ শতাব্দীতে সামাজিক বিজ্ঞান, নাম এককটি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে আপনি কিভাবে সামাজিক বিজ্ঞান স্কুল এবং উচ্চতর শিক্ষণ পাঠ্যসূত্র উপাদান গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।

1.2.2 সমাজ বিজ্ঞানের ধারনা এবং সমাজ শিক্ষার ধারনার সঙ্গে এর সম্পর্ক :

সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজ শিক্ষা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন দিক থেকে একে অপরের থেকে ভিন্ন। আসুন আমরা তাদের মধ্যে পাওয়া ধারনাগত সম্পর্ক ও পার্থক্য পরীক্ষা করি।

■ **সমাজ বিজ্ঞানের ধারনা :** সামাজিক বিজ্ঞান এমন একটি জ্ঞানের অংশ যা বিস্তৃত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পদ্ধতির বর্ণালীতে মানব বিষয়গুলির সাথে সংশ্লিষ্ট। উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সমাজবিজ্ঞান। ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিদ্যা, দর্পণ, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি উচ্চ বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বিবেচিত। চার্লস বেয়ার্ড এবং জেমস হাই-এর প্রদত্ত নিম্নোক্ত সমাজ বিজ্ঞানের সংজ্ঞাগুলি সমাজ বিজ্ঞানের ধারনার একই স্পষ্ঠীকরণ যোগ করতে পারে।

● **চার্লস বেয়ার্ড :** সমাজবিজ্ঞান এমন ,কটি জ্ঞানের অংশ যা মানব সংক্রান্ত চিন্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত যা লাঠি, পাথর, নক্ষত্র এবং ভৌত বস্তু থেকে আলাদা। (S.K. কোহার, দ্য টিচিং অফ সোস্যাল স্টাডিজ, 1984 ফার্স্ট এডিশন)।

● **জেমস হাই :** সামাজিক বিজ্ঞান এমন একটি শিক্ষা এবং অধ্যয়নের শাখা যা শারীরিক বা অ-শারীরিক উদ্দীপনার সূত্রপাত এবং পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপকে সামাজিক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। (ড. ওয়াই. কে. সিংহ, টিচিং অফ্ সোস্যাল স্টাডিজ, 2008)।

● **সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি হল নিম্নরূপ :**

1. মানুষের কার্যকলাপের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব : সমাজ বিজ্ঞানগুলি সেইসব ক্ষেত্রের জ্ঞান যা মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর উপর প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে।

নোট

2. মানব-সম্পদের অগ্রগতির গবেষণা : সামাজিক বিজ্ঞান মানব সমাজের অগ্রগতির গবেষণা করে; এবং সাধারণত উচ্চতর শিক্ষার পর্যায়ে পড়ানো হয়।

3. মানব সম্পর্কের সত্য অনুসন্ধান করা : সমাজ বিজ্ঞান মানব সম্পর্কের সত্যতা খুঁজে বের করতে চায় যা শেষ পর্যন্ত জ্ঞানকে সামাজিক উপযোগ ও অগ্রগতিতে অবাদন করে।

■ **সমাজ শিক্ষার ধারনা :** সমাজ শিক্ষার ধারনাটি সাম্প্রতিককালে উৎপত্তি। বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের অংশ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য সমাজ শিক্ষার উৎপত্তি এবং বিকাশ। 1916 সাল থেকে আমেরিকায় সমাজ শিক্ষার বিস্তৃত ব্যবহার শুরু হয়। এটির ব্যবহার ভারতবর্ষে 1937 সালে গান্ধিজীর মৌলিক শিক্ষার সূচনাকাল থেকে।

সমাজ শিক্ষা একটি একক ও যৌক্তিক নির্দেশনামূলক ক্ষেত্র যা ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদির মতো অনেক সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ভাণ্ডার,। সমাজ শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে অসংগতিভাবে জড়িত করে না। বরং এটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের সমন্বিত করে। শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করে সমাজ/পরিবেশে বসবাসকারী পুরুষের সম্পর্ক। সমাজ শিক্ষা শিখনের মূল লক্ষ্য হল সুষম সামাজিক জীবনযাত্রার দক্ষতা গড়ে তোলা। সমাজ শিক্ষা সমাজের ব্যবহারিক দিকগুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। আসুন আমরা জেমস হাই এবং জন ভি. মাইকেলের সমাজ শিক্ষা সংক্রান্ত সংজ্ঞাগুলি জেনে নিই—

● **জেমস্ হাই :** সমাজ শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আবিষ্কারের বিদ্যালয় দর্পণ। সমাজ বিজ্ঞানীগণ সংগ্রহ করতে পারেন সেইসমস্ত তথ্য। যেগুলি বিভিন্ন স্তরের শিশুদের ভাব প্রকাশের সঙ্গে যথাযথ। (এস.কে. কোছার, দ্য টিচিং অফ সোস্যাল স্টাডিজ, 1984 ফাস্ট এডিশন)।

● **জন ভি. মাইকেলস :** সমাজ শিক্ষা মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক সমাজ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার আলোচনা অধ্যয়ন করে; মানব সম্পর্কের আলোচনা করে। সমাজ শিক্ষার কেন্দ্রীয় কার্যক্রম শিক্ষার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে অভিন্ন যা গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের উন্নয়নের আলোচনা করে। (এস.কে.কোছার দ্য টিচিং অফ সোস্যাল স্টাডিজ, 1984-ফাস্ট এডিশন)।

● **সমাজ শিক্ষার প্রকৃতি হল নিম্নরূপ :**

1. সমাজ শিক্ষা সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত মানুষের অধ্যয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট।
2. শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর সামাজিক। গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার উন্নয়নে বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মূল সমাজ শিক্ষা একটি শিক্ষামূলক ক্ষেত্র হিসাবে সমাজ বিজ্ঞান থেকে বিবর্তিত হয়েছে।
3. সমাজ শিক্ষা বর্তমান অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।
4. মানুষের অতীত ইতিহাসের চেয়ে সাম্প্রতিক মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলির উপর বেশি জোর দেয় সমাজ শিক্ষা।
5. সমাজ শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যা পরিবার, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, জাতি এবং বৃহত্তর সমগ্র মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত।

নোট

6. সমাজ বিজ্ঞান হল বাস্তবধর্মী বিষয় যা ব্যবহারিক সামাজিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করে
7. সমাজ বিজ্ঞান এখনও ক্রমবর্ধমান এবং উন্নয়নশীল পর্যায়ে রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত তার পরিধিকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।
8. সমাজ শিক্ষা বর্তমানে বিদ্যালয় স্তরের প্রধান বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয় কারণ সুষম সামাজিক জীবনযাত্রার সাথে প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য।

■ **সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজ-শিক্ষার মধ্যে কার্যকারী মিল এবং অমিল :** সমাজ বিজ্ঞান এবং সমাজ শিক্ষা একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অসম্পর্কিত বিভিন্ন দিকে। এখন আমরা মিল ও অমিল খুঁজে বের করবো।

- **মিল :**

1. সম্পদ বিজ্ঞান এবং সমাজ শিক্ষা একই বংশের ফলাফল।
2. তাদের উভয়েরই বিষয়বস্তু একই।
3. উভয়েরই আলোচ্য কেন্দ্রবিন্দু হল নারী পুরুষের ও তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক।
4. উভয়েরই সাধারণ বিভাজক হল মানবিক সম্পর্ক।
5. উভয়েরই কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়বস্তু হল নারী/পুরুষের বিভিন্ন কার্যকরণের সঙ্গে জড়িত থেকে নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণ। নিজের অনুভূতি ও ভাব-বিনিময়, মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ।

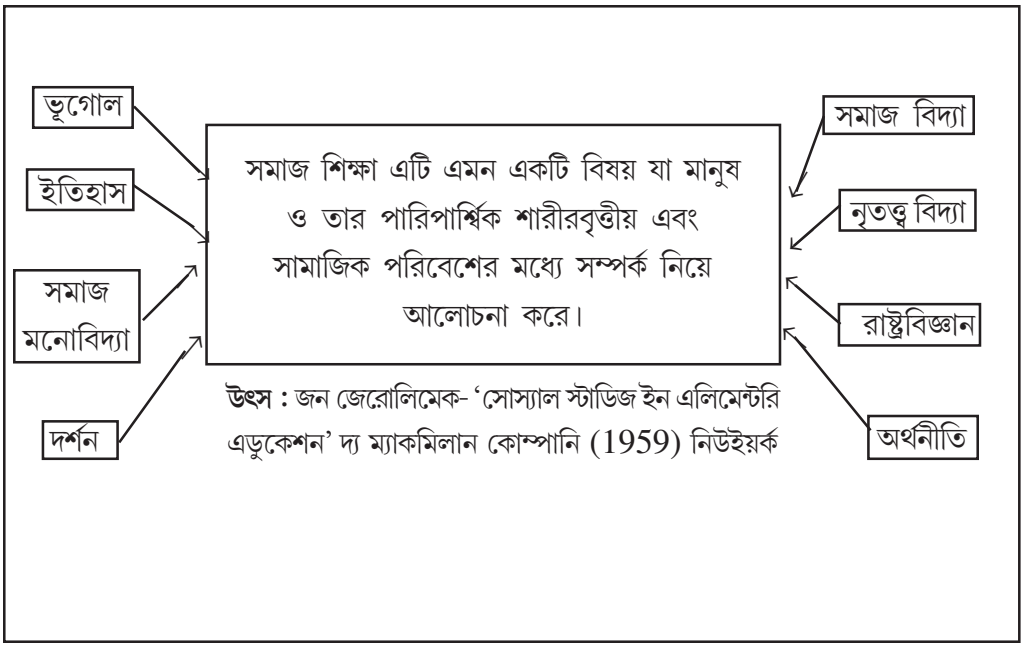

উৎস : জন জেরোলিমেক- 'সোস্যাল স্টাডিজ ইন এলিমেন্টরি এডুকেশন' দ্য ম্যাকমিলান কোম্পানি (1959) নিউইয়র্ক

নোট

পরিসংখ্যান 1.1 সমাজ বিজ্ঞান ও সম্পদ শিক্ষার কার্যকরণ সম্পর্ক

পার্থক্য :

পার্থক্যের ভিত্তি	সমাজ বিজ্ঞান সমাজ শিক্ষা	
উৎপত্তি	সমাজ-শিক্ষার জনক শাখা হল সমাজ বিজ্ঞান	সমাজ শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানের উৎপাদিত ফসল।
আলোচ্য ক্ষেত্র	মানব বিষয়গুলির তাত্ত্বিক দিকগুলির সাথে সম্পর্কিত	মানব বিষয়গুলির ব্যবহারিক দিকগুলির সাথে সম্পর্কিত
আলোচ্য ক্ষেত্র	সমাজ বিজ্ঞান, সামাজিক উপযোগিতা চায়।	সমাজ শিক্ষা শিক্ষামূলক উপযোগিতা চায়।
দৃষ্টিভঙ্গি	সমাজ বিজ্ঞান একটি প্রাপ্তবয়স্ক পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে।	সমাজ শিক্ষা একটি শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে।
অধ্যয়নের পদ্ধতি	সমাজ বিজ্ঞান আদর্শবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে অধ্যয়ন করা হয়।	সমাজ শিক্ষা প্রয়োগবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে অধ্যয়ন করা হয়।
লক্ষ্য	সমাজ বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল জ্ঞানদান ও বুদ্ধিদীপ্ত দিক সৃষ্টি করা।	সমাজ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল সমাজের বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য জ্ঞান অর্জন।
গঠন	সমাজ বিজ্ঞান ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা নৃতত্ত্ববিদ্যা ও অর্থনীতির মিলিত গঠন।	সমাজ শিক্ষার বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় সমাজ বিজ্ঞান থেকে এবং সংগৃহীত বিষয়বস্তুকে তিনটি অথবা চারটি বিস্তৃত বিষয়ের ছত্রছায়ায় (ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি) এনেছে যেগুলি বিদ্যালয় বা নিম্ন বিদ্যালয় স্তরে পড়ানো হয়।
গঠন প্রকৃতি	সমাজ বিজ্ঞান বিভিন্ন বিষয়ের সংমিশ্রণের ফল যেখানে প্রত্যেকটি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত ও প্রত্যেকটি বিষয়কে অন্যান্য বিষয়ের থেকে পৃথক করা যায়।	সমাজ শিক্ষা মিশ্রণের পরিবর্তে এটি একটি যৌগিক যেখানে নতুন সংমিশ্রণ থেকে বেরিয়ে আসে। পরিস্কারভাবে সমাজ শিক্ষার অংশগুলিকে পৃথক করা কঠিন।
পরিধি	সমাজ বিজ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত। শুধুমাত্র এ দক্ষতা ও আগ্রহ সম্পন্ন পাঠকেরাই পাঠ করে।	সমাজ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল নাগরিক তৈরী তাই সবাই পাঠ করে।

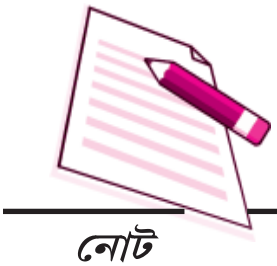

নোট

শিক্ষার স্তর	সমাজ বিজ্ঞান সম্পদের উন্নত গবেষণা। এগুলি মূলত উচ্চ-বিদ্যালয় / বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শেখানো হয়।	সমাজ শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানের সরলীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি যা মূলত বিদ্যালয় ও নিম্ন বিদ্যালয় স্তরে পড়ানো হয়।
পরিধি	প্রতিটি সমাজ বিজ্ঞানের বিষয় নিজস্ব ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ উদাহরণস্বরূপ অর্থনীতি কেবলমাত্র অর্থনীতির বিষয়	সমাজ শিক্ষা মানব জীবনের সামাজিক দিকের প্রতিটি উপাদানকে স্পর্শ করে।
পরিধি	বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত। সমাজ বিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক কারণ, অসংখ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।	সমাজ শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানের একটি অংশ, তাই এর পরিধি সীমিত।
জটিলতা	সম্পদ বিজ্ঞান সমাজের জটিল ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করে।	সমাজ শিক্ষা সম্পদ বিজ্ঞানের সরলীকৃত দিক এটি বিদ্যালয় বা নিম্ন বিদ্যালয় স্তরে পড়ানো হয়।

1.2.3 উচ্চপ্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রম :

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই সমাজ বিজ্ঞান বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখন আমরা ভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষা স্তরের পাঠ্যক্রমে সম্পদ বিজ্ঞানের স্থান কোথায়। ভারতবর্ষে, নিম্ন প্রাথমিক স্তরে (I-V শ্রেণী) সমাজ বিজ্ঞান পড়ানো হয় পরিবেশ বিজ্ঞান বা পরিবেশ বিদ্যার অংশ হিসেবে। উচ্চপ্রাথমিক স্তরে (VI-VII শ্রেণী) এবং মাধ্যমিক স্তরে (IX-X শ্রেণী) পাঠ্যক্রমের মূল যৌগিক ক্ষেত্র হিসাবে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদান করা হয়। এবং পাঠ্যক্রমের এই ক্ষেত্রটি সমাজ শিক্ষা অথবা সমাজ বিজ্ঞান নামে পরিচিত। উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রধানত তিনটি বিষয় (অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যালয় স্তরে সমাজ বিজ্ঞানের প্রধান নির্দেশনামূলক বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা পরের অংশে আলোচনা করবো (অর্থাৎ বিভাগ 1.5)। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে (অর্থাৎ XI-XII শ্রেনী) শিক্ষার্থীদের সমাজ বিজ্ঞানের ঐচ্ছিক। বিশেষ কোর্স হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। নৃতত্ত্ববিদ্যা, অর্থনীতি ও মনোবিদ্যা ইত্যাদি পড়ানো হয়।

উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞান এবং সমাজ শিক্ষা একটি অদলবদল ভাবে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ NCF(2005 p.53) উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে সমাজ শিক্ষা শব্দটি ব্যবহার করেছে, যেখানে পজিশন পেপার-নেশান ফোকাস গুণ অন টিচিং সোস্যাল সায়েন্স (2006, p.5) উচ্চপ্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করেছে। CBSE-এর পাঠ্যক্রমে ইতিহাস, ভূগোল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন পাঠ্যপুস্তকে (NCERT দ্বারা প্রকাশিত) সমাজ বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজ বিদ্যা বা সমাজ বিজ্ঞান যাই হোক না কেন, সমাজ বিজ্ঞান (অথবা সমাজ বিদ্যা) শিক্ষার কেন্দ্র আলোচ্য বিষয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তর

নোট

অনুযায়ী পরিবর্তনশীল, যা আগেই আলোচনা হয়েছে। বিদ্যালয় স্তরে সমাজ বিদ্যা/সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় যা উচ্চতর শিক্ষার পর্যায়ে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়গুলি কার্যকরীভাবে ভিন্ন। উচ্চপ্রাথমিক/নিম্নপ্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞান পাঠের মূল উদ্দেশ্যগুলি হোল নিম্নরূপ—

1. শিক্ষার্থীদের ভৌগলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করা।
2. শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতা ও সামাজিক প্রতিশ্রুতির অনুভূতি বিকাশ।
3. শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের গুণাবলির বিকাশ।
4. শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয় অনুভূতি ও আন্তর্জাতিক জ্ঞানের বিকাশ।
5. আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণে সাহায্য করে।
6. বর্তমান এবং আসন্ন সামাজিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সমাধানে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।
7. শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, মানসিক গুণাবলী এবং আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি গড়ে তোলে।

উন্নতির প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষণ সামাজিক বিজ্ঞান (2006) উপর জাতীয় ফোকাস গ্রুপের মন্তব্য :

উচ্চপ্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষণের উদ্দেশ্য—

- মানবজাতি ও অন্যান্য জনজীবনের আবাসস্থল হল পৃথিবী সেই সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা বিকাশ।
- বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীরা তার নিজস্ব অঞ্চল, রাষ্ট্র ও দেশের অধ্যয়ন করবে।
- দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ও গতিশীলতার প্রতি জ্ঞানলাভ।

এই পর্যায়ে সমাজ বিজ্ঞান তার বিষয়বস্তু ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি বিষয়গুলি থেকে গঠন করে এগুলিকেও প্রকাশ করাতে হবে। সাম্প্রতিক সমস্যা ও ঘটনাবলী সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করতে হবে। দারিদ্রতা, অশিক্ষা, শিশুশ্রমিক শ্রেণী জাতি লিঙ্গ এবং পরিবেশের মতো সমস্যাগুলির প্রতি জোর দেওয়া প্রয়োজন। ভূগোল ও অর্থনীতি মিলিতভাবে স্থানীয় থেকে বিশ্বস্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশ, সম্পদ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত একটি সঠিক উন্নয়ন করতে সহায়তা করে। একইভাবে ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা বহুত্বকে তুলে ধরতে পারি। শিক্ষার্থীরা স্থানীয, রাষ্ট্র ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সরকার গঠন এবং কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে জানতে হবে এবং অংশগ্রহণে আগ্রহী হতে হবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—1

বি:দ্র: নীচের স্থানটিতে আপনার উত্তর লিখুন এবং এককটির শেষে দেওয়া মডেল উত্তর দিয়ে আপনার উত্তরের তুলনা করুন।

নোট

প্রশ্ন : শিক্ষার সামাজিক বিজ্ঞান জাতীয় ফোকাস গ্রুপ (2006) অনুযায়ী উচ্চপ্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞানে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী?

1.3 সমাজ বিজ্ঞান : বিভিন্ন সময়ে :

বস্তুত, শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজ বিজ্ঞান নতুন বিষয় নয়। বিশ্বে মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এখন আমরা দেখব কিভাবে সমাজ বিজ্ঞান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগতির পথে এগিয়েছে।

1.3.1 প্রাক্ আধুনিক বিশ্বে সমাজ বিজ্ঞান :

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক যুগ শুরু হলেও প্রাক-আধুনিক যুগটি সারা বিশ্বে মানব সমাজ সৃষ্টির থেকে সপ্তম/অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাক আধুনিক যুগটি মানব সভ্যতার শিকারের যুগ। গৌরবময় ভৌগলিক যুগ প্রস্তর যুগ। আয়রন যুগ, নদী উপত্যকা সভ্যতা। এবং মধ্যযুগের যুগ থেকে আঠারো শতকে/ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানব সভ্যতার অনেক পর্যায়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। পৃথিবীতে মানুষ প্রথম যখন মাটি স্পর্শ করে এবং তৎকালীন সময় থেকেই সমাজ/পরিবার গঠন হতে শুরু করে এবং তৎকালীন সময় থেকেই সমাজ/সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণার প্রয়োজন বোধ শুরু হয়েছে। তখন থেকেই সমাজ বিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা বোধ এসেছে। দিনের পর দিন মানব সভ্যতা ও তার সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশ জটিলতর অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সমস্যাগুলিও দ্বিগুণ বেড়েছে। তাই সমাজ বিজ্ঞান পাঠ বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে।

আধুনিক বিশ্বের তুলনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিশ্বে সমাজ বিজ্ঞানের তথ্য সূত্র বিরল ছিল। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং প্রাচীন বিশ্বের অনেক বুদ্ধিজীবী সমাজ বিজ্ঞানে অনেক অসামান্য অবদান করেছেন। প্লেটোর রিপাবলিক ও অ্যারিস্টটলের 'রাজনীতি' এগুলি সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কাজ। গ্রীকদের সিভিক শপথ গ্রহণের সময় সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছিল। যখন তারা পরিপক্কতা অর্জনে নাগরিকত্ব লাভের জন্য গৃহীত হয়েছিল। তখন তারা আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহন করত এবং বলতো আমরা কোন কাজের দ্বারা আমাদের শহরকে অপমানিত করবো না। কোনো অপ্রীতিকর কাজ বা ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবো। আমরা আমাদের শহরের পবিত্র ও আদর্শ জিনিসগুলোর জন্য একা একাই অনেকের সঙ্গে লড়ব। আমরা আমাদের শহরের আইনকে মান্য করি ও শ্রদ্ধা অনুভব করি যা আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে না; আমরা নাগরিক চিন্তন জনসাধারণের জ্ঞানকে দ্রুততা

নোট

বজায় রাখতে অবিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে যাবো। এইভাবে আমরা আমাদের নগরটিকে প্রকাশ করবো ও শুধু তাই নয় অধিকতর সুন্দর রূপে রূপান্তরিত করবো। মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক যুগে অনেক বিষয় আছে যেগুলি সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় শিক্ষাচিন্তা, অর্থনীতি ও ব্যবসায়ী চিন্তন। রাষ্ট্র বিষয়ক অধ্যয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে এবং এগুলি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে উঠেছে।

1.3.2 আধুনিক ও সমসাময়িক বিশ্বে সমাজ বিজ্ঞান :

এই ইউনিটের পূর্ববর্তী অংশে আধুনিক যুগে আনুষ্ঠানিক শৃঙ্খল হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের বিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে। বর্তমান সামাজিক সময়কাল এবং প্রকৃতি সমাজবিজ্ঞানকে আরও প্রথাগত এবং নিয়মানুবর্তিতা করেছে। বর্তমানে প্রতিদিন-ই বিভিন্ন প্রকার সমস্যার উৎপত্তি হচ্ছে। সেই অনুযায়ী সমাজবিজ্ঞান সবরকম সমস্যার সমাধানে সমর্থ হয়েছে। এই এককটির পবূবর্তী অংশে আরও বলা হয়েছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সমাজ বিজ্ঞান অনেক বেশি প্রথাগত বিষয় হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় / উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বিবেচিত হয়েছে এবং বিংশ শতাব্দী থেকে বিদ্যালয় স্তরেও প্রথাগত-বিষয় হিসাবে যুক্ত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমে সমাজবিজ্ঞান অনেক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে বিশেষত দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর। বিশ্বযুদ্ধের পর ইউনেস্কো, ইউনিশেক, ইউএনডিপি, ইউএনও ইত্যাদির মতো শিক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের মানুষের মধ্যে সুস্থ সামাজিক জীবনযাত্রাকে উন্নীত করতে চায়, যা শেষ পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দেয়। ইউনাইটেড নেশান কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (১৯৪৮) আর্ট-১" সকল মানুষই স্বাধীন ও সমান মর্যাদার সঙ্গে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বিবেক বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের সঙ্গে একসঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে এগিয়ে চলে। ডেলরস্ কমিশন (১৯৯৬) একসঙ্গে বসবাসের শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে। আধুনিক জগতের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধান ও একত্রে বসবাসের জন্য সমাজ বিজ্ঞান আধুনিক জগতের প্রথাগত ও অ-প্রথাগত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এছাড়া, জাতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং এই জাতির শাসনের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মডেলের প্রচলন সমসাময়িক বিশ্বের অধিকাংশ অংশে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার সৃষ্টি করেছে। কারণ, সামাজিক বিজ্ঞানীরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে জাতি রাজ্যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শাসনের অনুশীলন করা ও তার দ্বারা সুনাগরিক তৈরি।

1.3.3 ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞান : বিভিন্ন সময়ে

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজ বিজ্ঞান বর্তমানে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। ভারতীয় শিক্ষা দর্শনের মূল ভিত্তিগুলি হল নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা,

নোট

সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। বৈদিক, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত ইত্যাদি কিছু প্রাক্ ঐতিহাসিক বা প্রাথমিক ঐতিহাসিক কিছু ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যে সামাজিক মূল্যবোধ এবং সুস্থ জীবনযাপনের নীতিগুলি বহন করে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ইত্যাদি ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে যেগুলি সমাজের বিজ্ঞানসম্মত ও নীতিগত দিকগুলির উপর আলোকপাত করেছে। প্রাচীন মধ্যযুগীয় ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ঐতিহ্যময় বৌদ্ধ গ্রন্থ, জৈন গ্রন্থ, ইসলামী গ্রন্থ, ভক্তি গ্রন্থ ইত্যাদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যের গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। এইসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সমাজ-বিজ্ঞান প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ/ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সামজ বিজ্ঞান ভারতীয় উচ্চশিক্ষা/বিশ্ব বিদ্যালয় শিক্ষা স্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে এবং গান্ধীজির মৌলিক শিক্ষার সূত্রপাতের সময় থেকে সমাজ বিজ্ঞান ভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যক্রমে প্রথাগত বিষয় হিসাবে গণ্য হয়েছে। আমরা এখন দেখব কিভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি পরিকল্পনাগুলি বিদ্যালয় স্তরের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমকে প্রভাবিত করেছে।

- **মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952-1953) এর মন্তব্য :**

ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে সমাজ বিদ্যা একটি নতুন শব্দ। এটি প্রথাগতভাবে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সিভিক ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত।.....এই পুরো গ্রুপটিকে একটি একক অংশ হিসাবে দেখা হয় যার উদ্দেশ্য হল : শিক্ষার্থীদের তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে যা পরিবার, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ও জাতিকে যুক্ত করেছে। যার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য হয় যে কিভাবে সমাজ এখনকার বর্তমান অবস্থায় এসেছে এবং তাদের মধ্যে বসবাসরত সামাজিক শক্তিসমূহ এবং আন্দোলনকে বিচক্ষণতার সাথে ব্যাখ্যা করে।

- **ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (1964-1966) এর মন্তব্য :**

সমাজ বিদ্যা শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের পরিবেশ থেকে জ্ঞান অর্জনে, মানবসম্পর্কিত স্পষ্ট ও মূল্যবোধ, রাষ্ট্র ও জাতি ও সমগ্র বিশ্বকে বুঝতে সাহায্য করা। সুশীল নাগরিকত্ব ও মানসিক একীকরণের উন্নয়ণের জন্য সমাজ বিজ্ঞানের একটি কার্যকরী প্রোগ্রাম প্রয়োজন।

- **দ্য কারিকুলাম ফর টেন ইয়ার স্কুল : অ্যা ফ্রেমওয়ার্ক NCERT (1975) এর মন্তব্য :**

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পরিবেশবিদ্যা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ উভয়কেই যুক্ত করবে। প্রাথমিক স্তরে সমাজবিদ্যার পরিবর্তে সমাজ বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার যথাযথ হবে। যেহেতু এটি একটি বিস্তৃত ও যৌক্তিক নির্দেশনামূলক ক্ষেত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে।

- **প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম (1988) এর পর্যবেক্ষণ :**

সামাজিক বিজ্ঞান সম্ভবত একটি একক পাঠ্যক্রমীয় এলাকা যা এমপিই (1986) দ্বারা অনুমতি

নোট

সম্মত মূল উপাদানগুলির প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রদানের জন্য সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। এমপিই-এর কোর উপাদানগুলি হল—

(i) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস

(ii) সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা

(iii) ভারতের সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মতো মূল্যবোধ

(iv) সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা

(v) লিঙ্গ সমতা

(vi) পরিবেশ সুরক্ষা

(vii) ক্ষুদ্র পরিবার নিয়মাবলী ইত্যাদি।

- **তৃতীয় পাঠ্যক্রম ফ্রেমওয়ার্ক (2005, P-50) মন্তব্য :**

সমাজ বিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন উদ্বেগ এবং বিভিন্ন বিষয়ের যেমন ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা এবং নৃতত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদির বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ এবং জ্ঞান একটি জ্ঞানভাণ্ডার এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সামগ্রিকভাবে সামাজিক সচেতনতার অণ্বেষণ এবং প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। নতুন মাত্রা এবং উদ্বেগগুলির বিশেষতঃ ছাত্রদের নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। একটি অর্থপূর্ণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে উপাদান নির্বাচন এবং সংগঠিত করা যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজের সমালোচনার বিশেষ ধারনা গঠন করতে পারে, এটাই একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—2

প্রশ্ন : প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক/শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার সামাজিক বিজ্ঞানের স্থান ব্যাখ্যা করুন?

বিঃ দ্রঃ : (নীচের স্থানটিতে আপনার উত্তর লিখুন এবং এককের শেষাংশের উত্তরের সঙ্গে তুলনা করুন)।

.....

.....

.....

1.4 বর্তমানে সামাজিক অবস্থা :

বর্তমান সমাজ অতীত সমাজ থেকে বিবর্তিত হয়েছে। জনসাধারণ জনপ্রিয়ভাবে বর্তমান সমাজকে আধুনিক অথবা আধুনিক পরবর্তী যুগ বলে থাকে। বর্তমান সমাজে কতকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলি প্রাচীন সমাজে দেখা যায়। অর্থাৎ প্রাচীন মধ্যযুগীয় এবং প্রাক্ আধুনিক সমাজ। এখন

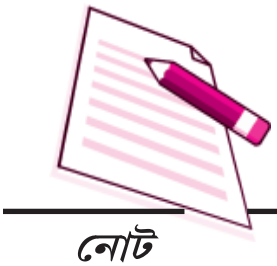

নোট

আমরা, বর্তমান সমাজের ঘটনা এবং চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করবো, এবং এই সমস্ত সামাজিক ঘটনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে জানবো।

1.4.1 বর্তমান সামাজিক ঘটনাবলী এবং চ্যালেঞ্জ :

বর্তমান সমাজ হল বিংশ শতাব্দীর সমাজ যা উন্নয়ণ, দ্বিধাবোধ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলির সাথে সম্পর্কিত। নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলি বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও ঘটনাবলীকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে—

1. বর্তমান সমাজ দ্রুত বর্ধনশীল সমাজ যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ণের উপর নির্ভর করে।

2. বর্তমান সমাজকে চিহ্নিত করে জীবনের অনেকগুলি ক্ষেত্রে জটিলতা, বৈষম্য, বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য (যেমন—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি)।

3. আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন, নগরীকরণ, বিশেষীকরণ, স্বয়ংক্রিয়তা, বিশ্বায়ন, বেসরকীকরণ, উদারীকরণ, পরিকল্পিত উন্নয়ণ ইত্যাদি নতুন সামাজিক আদর্শগুলি হল বর্তমান সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

4. আধুনিক সমাজব্যবস্থার ফলাফল হল নতুন সামাজিক মূল্যবোধ, ভ্রমতৃত্ব, ন্যায়বিচার, বৈজ্ঞানিক মর্মস্পর্শী, ব্যক্তি অধিকার, স্বাধীনতা যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ইত্যাদি।

5. আধুনিক সমাজের ব্যাপক স্থিতি হল সমাজের গতিবিধি, বহুসংস্কৃতিবাদি, বহুভাষিক অসুস্থ সামাজিক ব্যাধি ও পতন ইত্যাদি।

6. বর্তমান সমাজ সমস্যাময় সমাজ এবং চ্যালেঞ্জমুখী যেমন—দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব, শোষণ, গ্রাম-শহরের পার্থক্য, বস্তির উন্নয়ণ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, জনসংখ্যার সমস্যা, পারিবারিক বিলোপন, সামাজিক অপরাধ, কালে বিপণন, সামাজিক অস্থিরতা, আঞ্চলিকতা, পরিবেশগত নির্যাতন ইত্যাদি।

1.4.2 বিচ্ছিন্ন সমাজে সমাজ বিজ্ঞানের পরিধি :

একটি বিচ্ছিন্ন সমাজ নানাধর্মী ও জটিল সম্পদ যা অনেক সামাজিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বর্তমান সমাজ একটি বিচ্ছিন্নধর্মী সমাজ যেখানে অনেক বেশী পরিমাণে সামাজিক সমস্যা রয়েছে। কিছু কিছু সামাজিক সমস্যা বর্তমান সমাজ সম্মুখীন হয় তা উপরের অংশে আলোচিত হয়েছে (অর্থাৎ বিভাগ 1.4.1)।

ক. যেহেতু বর্তমান সমাজ অতি দ্রুতহারে পরিবর্তনশীল কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিকাশ, গণমাধ্যম ও অন্যান্য অনেক কারণে যার ফলস্বরূপ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। নতুন সামাজিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং শিক্ষার অংশ হিসাবে যোগদান নতুন সামাজিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজকল্যাণ, জন প্রশাসন, অপরাধশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও ডেমোক্রেসি ইত্যাদির মতো সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে সামান্য অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু শেষ ও বর্তমান শতাব্দীতে এই বিষয়গুলির গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ

নোট

অনেক সামাজিক সমস্যা এগুলির সঙ্গে যুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যাজনিত সমস্যা বিশেষত জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামাজিক সমস্যা হিসাবে গণ্য হোত না, কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত জটিলতা সামাজিক জীবনকে অনেকাংশে আঘাত করেছে। যার জন্য জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রাক্ আধুনিক/ প্রাথমিক আধুনিক সমাজ, মানুষের জীবন সহজ ছিল এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম অনেক কম ছিল কিন্তু আধুনিক শিল্পায়নের সমাজে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরাধমূলক কার্যক্রম পাওয়া যায়। অপরাধূলক কাজকর্ম পরীক্ষা করার জন্য সমাজ বিজ্ঞান বিষয় 'অপরাধবিদ্যা' আবির্ভূত হয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। একইভাবে অনেক সমাজ বিজ্ঞান বিষয় সামাজিক সমস্যার পরিবর্তিত প্রকৃতির সাথে মিলিত হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত উদীয়মান হয়। অর্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান ধীর গতিতে তার পরিধি বিস্তার করে চলেছে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—3

বিঃ দ্রঃ : (নীচের স্থানটিতে আপনার উত্তর লিখুন এবং এককের শেষাংশের উত্তরের সঙ্গে তুলনা করুন)।

প্রশ্ন : কেন নতুন নতুন সমাজবিজ্ঞান প্রতিনিয়ত উদীয়মান?

.....

.....

.....

1.5 সমাজ বিজ্ঞানের উপাদানসমূহ :

সমাজ বিজ্ঞান মূলত একটি অধ্যয়ন ক্ষেত্র গঠন করেছে। সমাজ বিজ্ঞানের জন্ম শুধুমাত্র স্বল্প সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ তথাপি এখনও পর্যন্ত সমাজ বিজ্ঞানীরা সমাজবিজ্ঞানকে গবেষণার অন্যক্ষেত্রগুলিতে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তুলেছে। সামাজিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সময়, প্রসঙ্গ, চ্যালেঞ্জ প্রভৃতি প্রভাব সমাজ বিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যয়নের ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তুলেছে। এখন আমরা আলোচনা করবো কিভাবে সমাজ বিজ্ঞান একটি অধ্যয়ন ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং বিদ্যালয়স্তরে সমাজ-বিজ্ঞানের নির্দেশনামূলক উপাদানগুলি কি কি।

1.5.1 সমাজ বিজ্ঞানের অধীনে বিবেচিত বিষয়সমূহ :

জ্ঞান একটি ঐক্য ধারণা এবং এটিকে কখনও ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করা সম্ভব নয়। বরং জ্ঞানকে ব্যাপক স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে যেগুলি অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সহযোগী। নিম্নোক্ত টেবিলের সাহায্যে জ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে।

নোট

বিস্তৃত ক্ষেত্র পদ্ধতিতে জ্ঞান

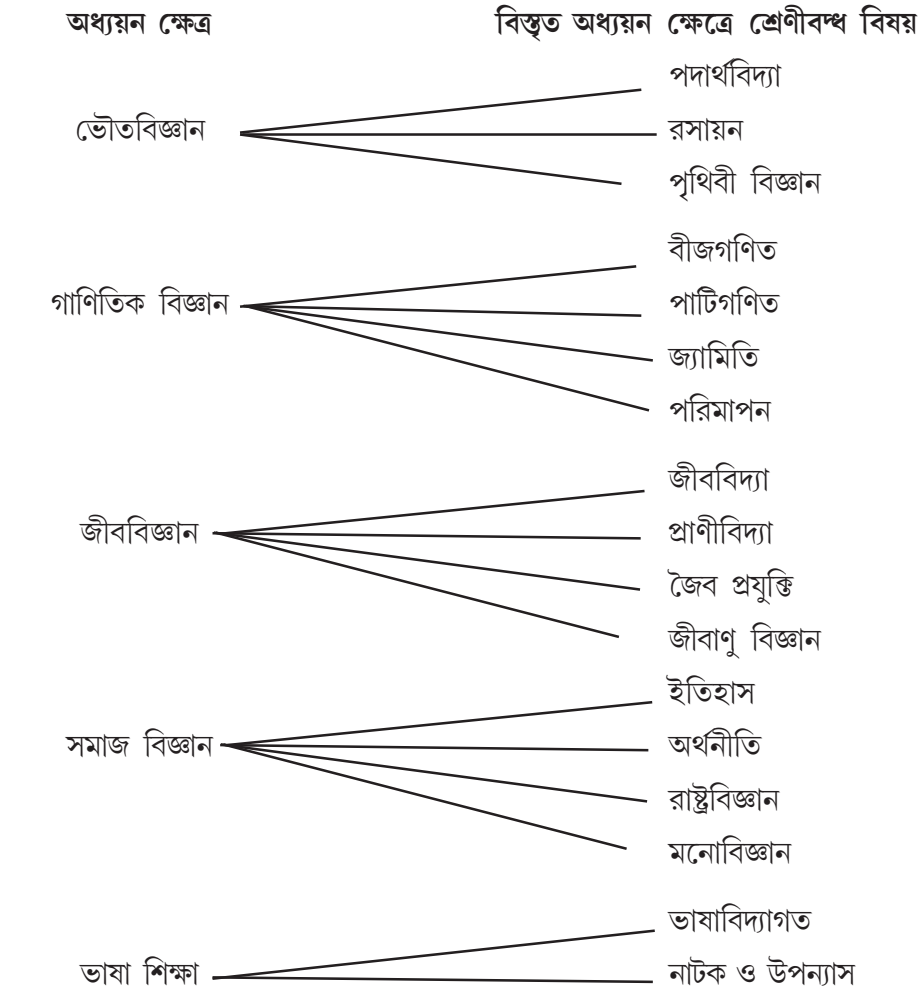

জ্ঞান একটি শাখা। এটিকে অধ্যয়ন ক্ষেত্র তখনই বলা হবে যখন সেটি কতগুলি শর্তপূরণে সক্ষম হবে। নিম্নোক্ত তিনটি পয়েন্ট যেগুলি একটি অধ্যয়ন ক্ষেত্রের প্রকৃতিকে নির্দেশ করে সেগুলি হল—

1. একটি ক্ষেত্র অনেকগুলি পৃথক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে।

2. একটি ক্ষেত্রের মধ্যে বিষয়গুলির মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক ও পার্থক্য থাকবে।

3. বিভিন্ন ক্ষেত্র ও বিভিন্ন বিষয় ক্ষেত্রের মধ্যে বিষয়গুলির মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক ও পার্থক্য থাকবে।

সমাজ বিজ্ঞান এমন একটি জ্ঞানের শাখা যা উপরিউক্ত তিনটি শর্ত পূর্ণ করেছে এবং একটি স্বতন্ত্র অধ্যয়ন ক্ষেত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। **প্রথমত,** সমাজবিজ্ঞান অনেকগুলি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন—ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন ইত্যাদি। **দ্বিতীয়ত,** সমস্ত সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক ও পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কারণ সমস্ত সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলির সাধারণ আধার হল মানব সম্পর্ক। অন্যান্য বৈষম্য সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে চিহ্নিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনীতি সমাজে আর্থিক

নোট

সম্পর্কগুলি অধ্যয়ন করে। সমাজবিজ্ঞানের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে এবং আইন সমাজে আইনী প্রতিষ্ঠানগুলি অধ্যয়ন করে। **তৃতীয়ত,** সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি এবং সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলির সঙ্গে অন্যান্য বিষয়গুলির কার্যকরণ সম্পর্ক ও পার্থক্য বিদ্যমান। একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল—সমস্ত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আছে জ্ঞান এবং কোন একটি একাত্মগত ধারণা। সুতরাং সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও দেখা যায়। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা এই এককটির পরবর্তী অংশে দেখা যাবে। সমাজবিজ্ঞান ক্ষেত্র বা বিষয়গুলি অন্যান্য বিষয়গুলি থেকে সক্রিয়ভাবে পৃথক। যদিও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়গুলি সামাজিক সম্পর্ক অধ্যয়ন করে; শারীরিক বিজ্ঞান বিষয়গুলি শারীরিক বিষয়/বস্তু যেমন স্রোত, তাপ, আলো, রাসায়নিক ইত্যাদি; জৈবিক বিজ্ঞান প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবন অধ্যয়ন করে, গাণিতিক বিজ্ঞান সংখ্যা বিষয়ক ধারণা ও সংশ্লিষ্ট মতামত অধ্যয়ন করে।

সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে অনেকগুলি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এমন কিছু সমাজ বিজ্ঞানের বিষয় যেমন—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন ইত্যাদি অনেক পুরানো/প্রাচীন, অন্যদিকে অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলি যেমন মানবাধিকার, পাবলিক প্রশাসন, সমাজসেবা ইত্যাদি বিকাশ/উন্নতির স্তরে রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে নিম্নোক্ত তিনটি শাখায় ভাগ করা যায়।

- **বিশুদ্ধ সমাজ বিজ্ঞান :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, আইন, ব্যবহারশাস্ত্র, সমাজবিদ্যা, পাবলিক প্রশাসন, সমাজ সেবা, মানবাধিকার, নৃতত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদি।
- **আধা সমাজ বিজ্ঞান :** নীতিবিদ্যা, শিক্ষা, দর্শন, মনোবিদ্যা, শিল্প ইত্যাদি।
- **সামাজিক প্রভাবযুক্ত বিজ্ঞান :** ভূগোল, জীববিদ্যা, ঔষধ, ভাষাবিদ্যাগত, লাইব্রেরী বিজ্ঞান ইত্যাদি।

1.5.2 বিদ্যালয়স্তরে সমাজ-বিজ্ঞানের নির্দেশনাগত উপাদান :

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে সমাজ বিদ্যা (অথবা সমাজ-বিজ্ঞান) পাঠ্যক্রম তার বিষয়বস্তু চয়ন করে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞান থেকে। এই ধরণের বিষয়বস্তু সংগঠিত হয় কয়েকটি বিষয়ের ক্ষেত্র থেকে যেমন—ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি একক এবং একীভূত সামাজিক গবেষণা (বা সমাজ বিজ্ঞান) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্য।

উচ্চপ্রাথমিক স্তরে সি.বি.এস.ই এর পাঠ্যক্রমে (এন সি আর টি দ্বারা প্রকাশিত) সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে তিনটি বিষয়ের সম্মিলিত বিষয় অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন (এস পি এল)। উচ্চপ্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত আসন্ন এককে আরও বিশদে আলোচিত হবে। একইভাবে, মাধ্যমিক স্তরে CBSE-এর সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে বর্তমানে চারটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যথাক্রমে, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান ও অর্থনীতি এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ইতিহাস, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, নতত্ত্ব,

নোট

সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির মতো সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পড়ানো হয়। চিত্র 1.2 আপনাকে উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সমাজ বিজ্ঞানের নির্দেশামূলক বিষয়/ উপাদান সম্পর্কে যথেষ্ট ধারনা প্রদান করবে।

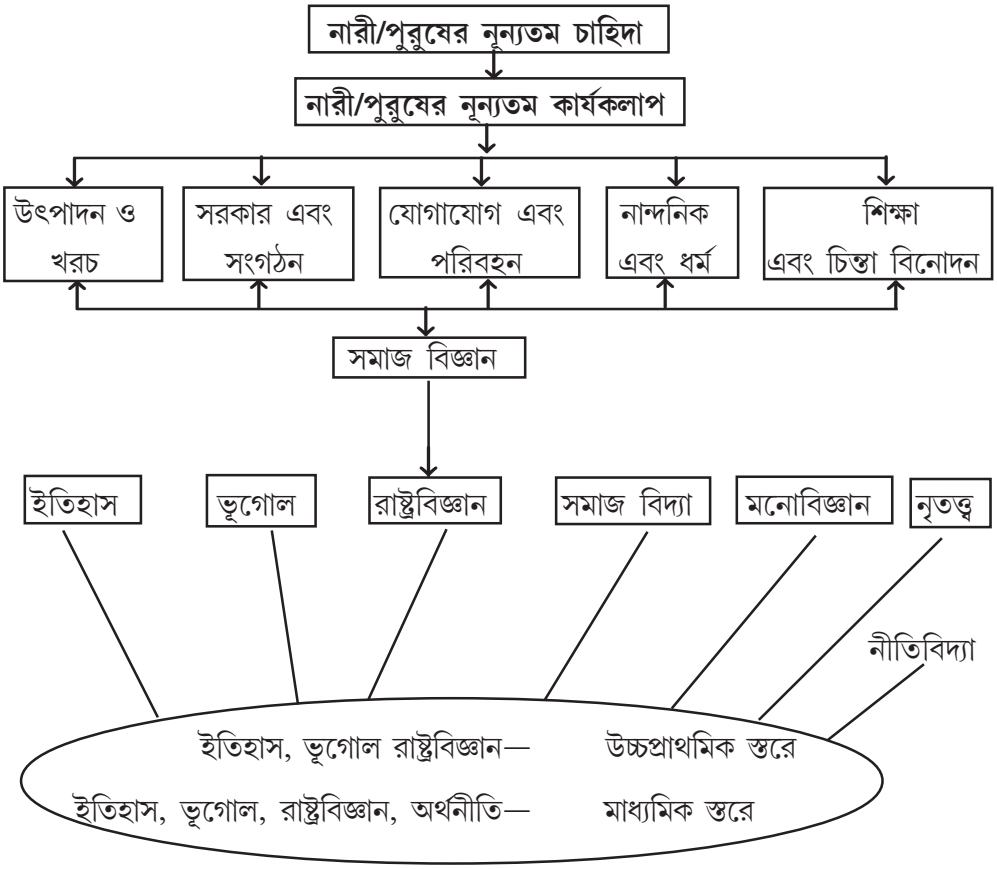

চিত্র 1.2 *উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞানের নির্দেশনাগত উপাদান*

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—4

প্রশ্ন : তিনটি শর্ত লিখুন যা অধ্যয়নের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে? সাধারণত পাঁচটি বিষয়ের নাম লিখুন যা সাধারণত সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়।

বিঃ দ্রঃ : (নীচের স্থানটিতে আপনার উত্তর লিখুন এবং এককের শেষাংশে উত্তরের সঙ্গে তুলনা করুন।

নোট

1.6 আন্তঃসম্পর্ক ও একত্রীকরণ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞান :

জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত করা যায় না। একটি বিষয় বা অধ্যয়নের ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বতন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। এই এককের পূর্ববর্তী অংশে আমরা দেখেছি যে গবেষণা ক্ষেত্র ও অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে কার্যকরী সম্পর্ক রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান সবসময় অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে সুসম্পর্কযুক্ত। একইরকমভাবে সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলির নিজেদের মধ্যে ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কার্যকরী সম্পর্ক রয়েছে। এখন আমরা সমাজ বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক ও একত্রীকরণ প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করবো।

1.6.1 সমাজবিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক প্রেক্ষাপট :

সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আন্তঃসম্পর্কীয় প্রকৃতির। সমাজ বিজ্ঞানের একটি বিষয়, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অন্যান্য বিষয় যেমন, ভৌতবিজ্ঞান, ভাষাশিক্ষা, জীববিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো। এখন আমরা ইতিহাসের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করবো। ইতিহাস বিষয়টি আন্তঃসম্পর্কিত প্রকৃতির কারণ, যখন আমরা ইতিহাস অধ্যয়ন করি তখন আমরা অন্যান্য অনেক সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের ইতিহাস সম্পর্কে অধ্যয়ন করি যেমন অর্থনীতি, ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস, সমাজবিদ্যার ইতিহাস, ধর্মীয় ইতিহাস ইত্যাদি। এছাড়াও সমাজ বিজ্ঞান বহির্ভূত বিষয়াদি যেমন পদার্থবিদ্যার ইতিহাস, উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাস, প্রাণীবিদ্যার ইতিহাস, গাণিতিক ইতিহাস, বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস ইত্যাদিও ইতিহাসের অংশবিশেষ। একইরকমভাবে, সমাজবিদ্যার অধ্যয়ন অর্থনীতি, শিক্ষা, রাজনীতি, বিজ্ঞানসম্মত বিকাশ, ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি অধ্যয়ন বিনা সম্ভবপর নয়। একইরকমভাবে ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা ও প্রত্যেকটি সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলি একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান এবং অন্যান্য বিষয়ের (অর্থাৎ ভৌতবিজ্ঞান, গণিত, জীববিদ্যা ইত্যাদি) সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানের একটি বিষয়ের সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। চিত্র 1.3 সমাজ বিজ্ঞান বিষয় 'আইন' এর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের আন্তঃনির্ভরশীলতা প্রদর্শন করছে।

নোট

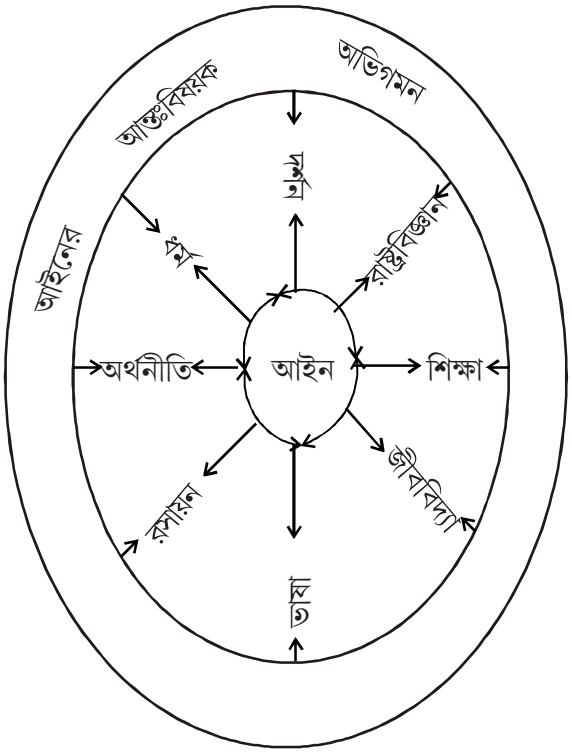

চিত্র 1.3 সমাজবিজ্ঞানের বিষয় আইনের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের আন্তঃনির্ভরশীলতা

1.6.2 সমাজবিজ্ঞানের একত্রীকরণ প্রেক্ষাপট :

যেহেতু জ্ঞানের বিভাজন অসম্ভবপর, সেহেতু ঐকিক উপায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান জ্ঞাপন করা ভালো। তাই, বিদ্যালয় স্তরে সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের জ্ঞান দান একটি ঐকিক নিয়ম হওয়া দরকার। এখন একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা জানব কিভাবে সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আন্তঃনির্ভরশীলও সুসংহত। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন ইত্যাদি বিদ্যালয় স্তরের সম্পদ বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা। 'খাদ্যের' ধারণাটি নেওয়া যাক। 'খাদ্য' নিম্নলিখিত উপায়ে অন্যান্য ক্ষেত্রের বিষয়গুলির সঙ্গে সু-সম্পর্কিত। খাদ্য উৎপাদন, বিপণন, খরচ ইত্যাদি অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত; খাদ্যের অনুশাসন, পরিবার ও সমাজে খাবারের কারণে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ইত্যাদি সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত; বণ্টনের সমতা, বাজেট, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি রাজনৈতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত; বিভিন্ন সময়ের খাবারের সমস্যা এক এক সময়ে খাবারের ধরন ইত্যাদি ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত; বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য প্রস্তুতি স্বাস্থ্যকর খাবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও অভ্যাস ইত্যাদি হোম সায়েন্সের সঙ্গে সম্পর্কিত; খাদ্যের যোগ্যতা, বিভাগ, ভগ্নাংশ ইত্যাদি গণিতের সঙ্গে সম্পর্কিত, খাবারে পাওয়া ভিটামিন, পুষ্টির

নোট

ধরন, তাদের পুষ্টির মিশ্রণ ইত্যাদি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস জীবনবিজ্ঞান সম্পর্কিত; সুস্থতা, শূচিতা এবং খাবারের ভারসাম্য ইত্যাদি খাদ্য স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত; খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত ইলেকট্রন গ্যাজেট, যেমন খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে মাইক্রোওয়েভের ব্যবহার খাবারের হ্রাস ইত্যাদি পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত; রাসায়নিক পদার্থের রাসায়নিক বন্ধন, রাসায়নিক ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি রসায়ন সম্পর্কিত; খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্নপ্রকার মাটি, পরিবেশ সমর্থিত বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ভূগোলের সঙ্গে সম্পর্কিত; খাদ্য সম্পর্কিত কবিতা, গল্প, শব্দভাণ্ডার, প্রবন্ধ ইত্যাদি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এইভাবে 'খাবারের' ধারণাটি অন্যান্য বিভিন্ন শিখন ক্ষেত্র ও বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। একইরকমভাবে, খাদ্যের ধারণার মতো সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য ধারণাগুলি অন্যান্য বিষয়ের অধ্যয়নের ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি কার্যকলাপের মাধ্যমে আমরা সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের একত্রীকরণ সম্পর্কে জানতে পারবো।

সমাজবিজ্ঞানে জ্ঞান একত্রীকরণের কার্যকলাপ :

এটি একটি উচ্চপ্রাথমিক স্তরে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের একত্রীকরণের কার্যকলাপ। এই কর্মসূচীতে, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের আন্তঃবিষয়ক ও একত্রীকরণ সম্পর্ক বোঝানোর জন্য সমাজ বিজ্ঞানের ভূগোলের মধ্যে ক্রম থেকে 'বন' ধারণাটি নেওয়া হয়েছে। কার্যকলাপ সম্পর্কিত তথ্য, কার্যকলাপ পদ্ধতি, এবং কার্যকলাপ ভিত্তিক শিখন বিষয়ক বিষয়গুলি নিম্নরূপ—

A. কার্যকলাপ তথ্য :

শ্রেণী	:	ষষ্ঠ
শিখন বিষয়	:	সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম
শিখন ক্ষেত্র	:	সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের থেকে ভূগোল বিষয়
শিখন বিষয়বস্তু	:	বন / অরণ্য
শিখন উদ্দেশ্য	:	বন / অরণ্য সম্পর্কিত ধারনার/জ্ঞানের উন্নতিকরণ
প্রয়োজনীয় সামগ্রী	:	বন / অরণ্য সম্পর্কিত পোস্টার
শিখন পদ্ধতি	:	পোস্টার দেখানো
শিখনের ধরন	:	ব্যক্তিকেন্দ্রিক

B. কার্যকলাপ পদ্ধতি :

এই কার্যকলাপে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন / অরণ্য সমষ্টিগত ধারণা বা জ্ঞানের উন্নতিকরণ করবে নিম্নলিখিত উপায়ে—

নোট

প্রিয় শিক্ষার্থী নিম্নে বন / অরণ্য সম্পর্কিত ধারণার দুটি পোস্টার (বা পোস্টার ছবি) দেওয়া হয়েছে। দুটি পোস্টারের মধ্যে, প্রথমটি 'আইন' সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়টি 'জীবন বিজ্ঞানের' বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখন আমরা বিশ্লেষণ করবো কেন প্রথমটি 'আইন' সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়টি 'জীবন বিজ্ঞান' সম্পর্কিত।

পোস্টার - 1

ছবিটি 'বন' সম্পর্কিত ধারনা দিচ্ছে এবং তার সঙ্গে আইনের সম্পর্ক দেখাচ্ছে?

কেন এই ছবিটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত

অরণ্য ছেদন অনেক ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ। একজন ব্যক্তি যিনি গাছ কাটেন তিনি বিচারালয়ের আইন দ্বারা সংশোধিত হোন। ছবিটিতে, দেখ, কিভাবে একজন ব্যক্তিকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শাস্তি দেওয়ার জন্য কারণ তিনি গাছ কেটেছেন। শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটি 'আইন'এ পড়ানো হয় সেইকারণে এই ছবিটি আইন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত সম্পর্কযুক্ত অরণ্য ছেদন কারাগারে গমন।

পোস্টার - 2

ছবিটি অরণ্য/বনের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? ▪

অরণ্যই জীবন

কেন এই ছবিটি 'জীবন বিজ্ঞান' বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?

জল, বাতাস ইত্যাদি আমাদের মৌলিক চাহিদা। জল ও বাতাসের মতো বন ও জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। কারণ, অরণ্য থেকে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি যা আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে আসে। ছবিটির দিকে লক্ষ্য করো কিভাবে একটি গাছ (অরণ্যের) অক্সিজেন প্রদান করছে মানুষদের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্যের জন্য। সুতরাং জীবনের প্রয়োজনীয়তা জীবনবিজ্ঞানের মধ্যে পড়ানো হয়। এইজন্য ছবিটি জীবন বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

শিল্পই জীবন

জল-ই জীবন

উপরের দুটি পোস্টারের মতো, অন্যান্য আরও অনেক পোস্টার অরণ্য সংক্রান্ত বানানো যায় যেগুলির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কার্যকরী সসম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করবে।

নোট

C- কার্যকলাপ ভিত্তিক শিখন নিয়োগ (অ্যাসাইনমেন') :

শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নে অনেকগুলি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এই অ্যাসাইনমেন্টগুলি সম্পাদনে শিক্ষক নিম্নলিখিত ভাবে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন—

প্রিয় শিক্ষার্থীগণ, নিম্নে তোমাদের জন্য কতকগুলি উৎকর্ষময় কাজ দেওয়া হয়েছে। কাজগুলি সম্পূর্ণ করে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপনের জন্য জমা করবে—

D. বন / অরণ্য সম্পর্কিত পোস্টার বানান যাতে বন বা অরণ্যের অন্যান্য বিষয় যেমন গণিত, ভাষা এবং সাধারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে কার্যকরী সম্পর্ক বোঝাতে সক্ষম হয়।

২. বিপর্যয়, একটি সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা। কিভাবে বিপর্যয়ের ধারনা অন্যান্য বিষয় যেমন আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আলোচনা করুন।

৩. গণিতের ধারনা 'শতাংশ' নিন। উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে শতাংশের ধারনাটির সঙ্গে অন্যান্য ছয়টি বিষয়ের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৪. সিবিএসই-এর সপ্তম শ্রেণীর ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন পাঠ্যপুস্তক পড়ুন। ঐ তিনটি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে মিল আছে এমন ত্রিশ থেকে চল্লিশটি ধারনার তালিকা প্রস্তুত করুন।

অগ্রগতি যাচাই - 5

প্রশ্ন : ইতিহাস বিষয়টির আন্তঃবিষয়ক সম্পর্ক প্রকৃতি আলোচনা করুন।

বি.দ্র : (নীচের স্থানটিতে আপনার উত্তর লিখুন এবং এককের শেষাংশের উত্তরের সঙ্গে তুলনা করুন)।

1.7 সারাংশ :

এই এককে আপনাদের সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারনা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃতি বোঝানোর জন্য তাত্ত্বিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা, বাস্তব উদাহরণ এবং উদ্ধৃতি, অ্যাসাইনমেন্ট ও প্রকল্পের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তাই এককটিতে সমাজ বিজ্ঞানের বিবর্তন ও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে স্পর্শ করেছে। এছাড়া বর্তমান সামাজিক অবস্থা, সমাজ বিজ্ঞানের উপাদান, সমাজ বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপট ইত্যাদি। এই এককটির প্রধান শিখন ধাপগুলি নিম্নে আলোচনা করা হোল।

সমাজবিজ্ঞান একটি শাখা বা জ্ঞানের ক্ষেত্র যা মূলত মানবিক বিষয়াদি বা মানব সম্পর্ককে বিস্তৃত সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে আলোচনা ও অধ্যয়ন করে। সমাজ বিজ্ঞান একটি প্রথাগত বিষয় হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে (বিশেষত উচ্চশিক্ষা/বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে), অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য সমাজ বিজ্ঞানের আবির্ভাব। যুব শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নাগরিকত্বের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সমাজ বিজ্ঞান যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। গত শতাব্দী থেকে সমাজ বিজ্ঞান ভারত তথা গোটা বিশ্বের বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছে। উচ্চশিক্ষা/উচ্চবিদ্যালয় স্তরে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিদ্যা, আইন ইত্যাদি স্বতন্ত্র/ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়ানো হয়। নিম্নস্তরে সমাজ বিজ্ঞান একটি সমাজ শিক্ষা পাঠ্যক্রম বা 'সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যক্রম' হিসাবে একক সমন্বিত ক্ষেত্রের অধীনে পড়ানো হয়।

সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সমাজ বিজ্ঞান একটি সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজে সমাজ বিজ্ঞান অপ্রথাগত ও অসংগঠিত ছিল। যদিও আধুনিক ও পরবর্তী আধুনিক যুগে সমাজ বিজ্ঞান অনেক বেশি প্রথাগত ও সংগঠিত হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে, সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু হয়েছে বেদ এবং উপনিষদের সময়কাল থেকে এবং বর্তমানে এটি শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তার ও সমসাময়িক সমাজে শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের ব্যাপক বিস্তারের জন্য শ্রম শোষনের মতো নতুন সামাজিক সমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা, অপরাধমূলক আচরণ ইত্যাদি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই নতুন সামাজিক সমস্যার মোকাবিলার জন্য নতুন নতুন সমাজ বিজ্ঞানের আবির্ভাব প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে। অপরাধবিদ্যা, জনসংখ্যাবিদ্যা ইত্যাদি কিছু নতুন সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে উঠেছে।

সমাজবিজ্ঞান এমন একটি অধ্যয়ন ক্ষেত্র বা অনেকগুলি বিষয়ের সংযোজন যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিদ্যা, আইন, অর্থনীতি, ভূগোল ইত্যাদি। বিদ্যালয় স্তরে সমাজ বিজ্ঞান একটি সমন্বিত পাঠ্যক্রম গঠন করেছে যা বিপুল সংখ্যক সমাজ বিজ্ঞানের বিষয় থেকে বিষয়বস্তু প্রস্তুত করেছে। কিন্তু কিছু কিছু বিষয়বস্তু তিনটি/চারটি প্রধান নির্দেশনামূলক বিভাগে (যেমন ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) ভাগ করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের শিখনের উদ্দেশ্যে।

প্রকৃতপক্ষে, সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলি আন্তঃবিষয়ক সম্পর্কিত ও আন্তঃনির্ভরশীল, তাদের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক বিদ্যমান (একই শিক্ষার ক্ষেত্রে) এবং অপরপক্ষে অন্যান্য অধ্যয়ন ক্ষেত্রের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন, ভৌতবিজ্ঞান, গাণিতিক বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের পাঠদানকালে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞানের একত্রীকরণ প্রয়োজন। আপনারা পরবর্তী এককে সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে আরও বিশদে জানবেন।

নোট

1.8 টিপ্পনি/বর্ণমালা :

● **নবজাগরণ :** নবজাগরণের অর্থ হল জ্ঞানের পুনর্জাগরণ। অষ্টাদশ শতক ও পরবর্তী যুগকে নবজাগরণের যুগ বলে বিবেচনা করা হয়। এই সময়কালে জীবনের অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের পুণর্জাগরণ ঘটেছে যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ইত্যাদি। বিজ্ঞান, শিল্পায়ন, আধুনিকীকরণ ইত্যাদির দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি আধুনিক যুগের নবজাগরণে অনেকখানি অবদান আছে।

● **গান্ধীর মৌলিক শিক্ষা :** 1937 সালে গান্ধীজি শিক্ষার একটি প্রকল্প চূড়ান্ত করার পর, 22শে ও 23 শে অক্টোবর ওর্য়াধায় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল এডুকেশন কনফারেন্সে এই প্রকল্পটি পেশ করেন। এই প্রকল্পটি মৌলিক শিক্ষা বা শিক্ষার ওয়ার্ধা কমিশন। গান্ধীজির মৌলিক শিক্ষা ভারতীয় শিশুদের মৌলিক চাহিদা ও আশঙ্কার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে।

● **অর্থনৈতিক মন্দা :** অর্থনৈতিক মন্দা মানে, আর্থিক বা অর্থনৈতিক যন্ত্রশক্তির ভাঙ্গনকে বোঝায়। যখন অর্থনৈতিক মন্দা দেখা যায় তখন পণ্য ও সেবার উৎপাদন, দ্রব্যসামগ্রীর বিপণন ও মুদ্রাস্ফীতির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন ব্যর্থ হয় তেমনি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিও ব্যর্থ হয়। ১৯৩০ এর দশকে যখন অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল সারা বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব পড়েছিল।

1.9 অগ্রগতি যাচাই-এর জন্য উত্তর দিন :

● **প্রথম প্রশ্নের উত্তর - 1 :** সমাজবিজ্ঞান শিক্ষন এ জাতীয় ফোকাস পেশ (২০০৬) অনুযায়ী উচ্চপ্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হল নিম্নরূপ—

● মানবজাতির আবাসস্থল পৃথিবী ও বিভিন্ন প্রকারের জীবন প্রণালী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা বিকাশের জন্য।

● বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অঞ্চল, রাষ্ট্র এবং দেশের ভিত্তিতে পড়াশুনা সুযোগ করে।

● ভারতের অতীত এবং অন্যান্য সমসাময়িক উন্নয়নের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ যোগানো।

● দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে ও তাদের কার্যকরণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা।

● **দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর - 2 :**

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সমাজ বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শন ছিল নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পূরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক/প্রাথমিক ঐতিহাসিক সময়ের ধর্মগ্রন্থ যা ভারতীয় সমাজে মূল্যবোধ ও সুস্থ

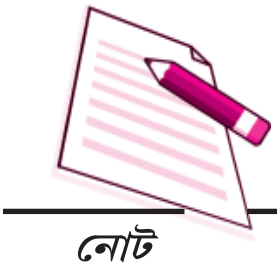

নোট

জীবনযাপনের নীতিগুলি বহন করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বিষ্ণু শর্মার পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলি যা সম্পদবিজ্ঞানের নীতিগুলির সঙ্গে লেনদেন করে। এসমস্ত কারণে আমরা বলতে পারি যে, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা/সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান একটি অভূতপূর্ব স্থান দখল করেছে।

- **তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর - 3 :**

বর্তমান সমাজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উন্নতি মাধ্যম এবং অন্যান্য আরও কিছুর প্রভাবের কারণে দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই জন্য প্রতিদিন নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। তাই এই সমস্ত সমস্যাগুলি দূর করার জন্য নতুন সমাজ বিজ্ঞানের জন্ম হচ্ছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করছে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলি যেমন সামাজিক কাজ, জনপ্রশাসন, অপরাধশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান এবং গণতন্ত্র ইত্যাদি ততখানি অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে গত শতাব্দীর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির কারণে এই বিষয়গুলি অনেকখানি গুরুত্ব অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা যেমন জনসংখ্যার বৃদ্ধি সেরকম সমস্যা ছিল না, কিন্তু গত শতাব্দী ও বর্তমান শতাব্দীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত জটিলতা সমাজের বিভিন্ন দিককে স্পর্শ করেছে যার জন্য জনসংখ্যাবিদ্যার জন্ম হয়েছে যা শিক্ষা জগতে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য নতুন নতুন সমাজবিজ্ঞানের জন্ম হচ্ছে।

- **চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর - 4 :**

যে সমস্ত শর্তাবলী একটি বিষয়ের অধ্যয়ন ক্ষেত্রের দরকার সেগুলি হল—

1. একটি ক্ষেত্র অন্যান্য বিভিন্ন স্বতন্ত্র বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে।
2. অধ্যয়ন ক্ষেত্রের বিষয়গুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কেও পার্থক্য বিদ্যমান।
3. অন্যান্য অধ্যয়ন ক্ষেত্র বা বিষয়গুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক ও পার্থক্য বিদ্যমান।

- **পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর - 5 :**

ইতিহাস বিষয়টি আন্তঃবিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত প্রকৃতির। এটি আন্তঃবিষয়ক সম্পর্কযুক্ত কারণ, যখন আমরা ইতিহাস অধ্যয়ন করি তখন অন্যান্য বিষয়ের ইতিহাস সম্পর্কেও অধ্যয়ন করি যেমন অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ধর্মীয় ইতিহাস ইত্যাদি। এছাড়াও অসমাজবিজ্ঞান বিষয়গুলির ইতিহাস সম্পর্কেও অধ্যয়ন করি যেমন পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, গাণিতিক অন্যান্য ভাষায় যেগুলি ইতিহাস বিষয়ের অংশবিশেষ হিসাবে গণ্য করা হয়।

নোট

1.10 Suggested Readings and References :

Barker, E. (1967), Principals of Social and Political Theory, Oxford : Oxford University Press.

Basantia, T.K. & Purkayastha, B. (2010). Competency Based Teaching - Learning process at Primary Level : An Analysis. In K.D. Gaur, R. Prasad and H. Bergel (Eds.), Globalization and Economy, New Delhi : Sunrise Publication.

Basantia, T.K. (2003), Effect of Activity based Joyful learning approach in achieving interdisciplinary MLL Cometencies through teaching of Environmental studies at primary level. M. Phil, Education. Utkal University.

Basantia, T.K. (2006). Effect of Multi, Dimensional activity based integrated approach in enhancing cognitive and creative abilities in social studies of Elementary school children. Phd. Education, Utkal University.

Coombs, P.H. (1985). The World crisis in education.

New York : Oxford University Press.

Delors, J. (1996). Learning the treasure within - Report to UNESCO of the International Commission on education for twenty f irst century. UNESCO.

Govt. of India (1952-53), Secondary education Commission (1952-53). New Delhi: Ministry of education

Govt. of India (1966). The education commission (1964-66). New Delhi : Ministry of education.

Govt. of India (1986) : National Policy on education (1986). New Delhi : Ministry of education.

Jarolimek, J. (1962). Social Studies in Elementary Education. New York : The Mac Millan Company.

Mishra, S., G Basantia, T.K. (2003). The modalities of Teachers empowerment for organizing creative activities for development of various abilities in Elementary school children. The primary teacher, 28(4), 43-47.

NCERT (1975) : The curriculum for Ten year School : A framework. New Delhi : NCERT.

নোট

NCERT. (1988). The curriculum for Elementary and Secondary education. New Delhi : NCERT.

NCERT (2006). Position paper-National focus Group on Teaching of Social Sciences. New Delhi : NCERT.

NCERT (2000). National framework for School education. New Delhi : NCERT.

NCERT (2005). National curriculum framework-2005. New Delhi : NCERT.

Panda, B.N. & Basantia, T.K. (2006). Civic awareness : A recurring challenge of present day education - Educational Strategies for its enhancement. The Social Science International, 22(1), 84-96.

Ross. D. (1991). The origin of American Social Science. New York : Cambridge University Press.

Traill, R. D., Logan, L.M., Remmington, G.T. (1968). Teaching the social sciences : A Creative Direction, Sidney : McGraw - Hill Company.

1.11 একক শেষে অনুশীলন :

1. তিনটি বোর্ডের যেকোনো একটি শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্য বইগুলি নিন যেমন-সিবিএসই, আইসিএসই এবং আপনার রাজ্য বোর্ড। তিনটি বোর্ডের অনুরূপ পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মিল ও পার্থক্যগুলি খুঁজে বের করুন। এই ধরনের পাঠ্য বইগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুপারিশ করুন।
2. কোনো একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের সমাজ বিজ্ঞানের ধারনা নির্বাচন করুন এবং আন্তঃসম্পর্কিত এবং সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একই ধারনা শেখার জন্য একটি পাঠ পরিকল্পনা করুন।
3. বর্তমান দিনগুলি হল একবিংশ শতকের সূচনার দিক। এখন থেকে শুরু করে একবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত, অনেক নতুন সামাজিক সমস্যা সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করছে। নতুন সামাজিক সমস্যাগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করুন যা একবিংশ শতকের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং এইধরনের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য স্বপ্নাধর্মী পরিকল্পনা তৈরী করুন।

একক —2 : বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সমাজবিজ্ঞান

নোট

কাঠামো

2.0 – সূচনা

2.1 – শিখন উদ্দেশ্য

2.2 – সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমকে প্রভাবকারী বলসমূহ

2.2.1 – ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

2.2.2 – স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রম সংক্রান্ত বাদানুবাদ

2.2.3 – জাতীয় সংহতি ও বৈদেশিক বোঝাপড়া।

2.2.4 – ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সাম্প্রদায়িকতা

2.2.5 – সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমে নিম্নবর্গীয়দের প্রেক্ষিতে বাদানুবাদ

2.2.6 – লিঙ্গ, জাতি, উপজাতি দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

2.2.7 – সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

2.2.8 – বর্তমান জাতীয় চিন্তা ও অনুশীলন সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যসূচি সংক্রান্ত

2.3 – সার সংক্ষেপ

2.4 – আপনার অগ্রগতির নির্ণয়

2.5 – প্রস্তাবিত পাঠ এবং রেফারেন্স

2.6 – একক শেষের অনুশীলন

2.0 সূচনা :

একক-1এ, আপনারা সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি, বিষয় হিসাবে এর উপাদান, আবির্ভাব এবং ধারণা ইত্যাদি সম্বন্ধে জেনেছেন আপনারা সমাজের বর্তমান স্থিতি সম্পর্কেও ধারণা লাভ করেছেন।

আপনারা কখনো কি ভেবেছেন বর্তমান সময়ের নিরিখে সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমের আকার কিরূপ হওয়া প্রয়োজন? কিভাবে বর্তমান পাঠক্রমের রূপরেখা তৈরী হয়েছে? সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগত পরিধি অনেক বড় এবং শিক্ষার্থীদের বৃদ্ধির জন্য সেই বিষয়বস্তুর শিখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চিতভাবে বিষয়বস্তুর নির্বাচন শিক্ষার লক্ষ্য এবং সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর নির্বাচন কার দ্বারা নির্ধারিত হয়? কোন প্রভাবকসমূহ ধারণাগুলি এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে? এই সকল বিষয়গুলির বোধগম্যতা আপনাকে সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমকে আরো ভালভাবে বুঝতে এবং বিদ্যালয়ে বাস্তবায়নে (Tranact) সহায়তা করবে।

নোট

সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় থেকে নেওয়া বিভিন্ন ধারণাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। বর্তমান এককে/অধ্যায়ে আমরা সেই সকল প্রভাবকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করবো যা উক্ত বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করেছে এবং ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষের নিরিখে সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমকেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। আমরা এও নিরীক্ষণ করবো যে এই প্রভাবকগুলি সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের উদ্দেশ্যগত পরিবর্তন সাধন করছে কিনা।

2.1 শিখন উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের পর আপনারার সমর্থ হবেন :

- সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমের বিবর্তনের প্রভাবগুলিকে সনাক্ত করতে।
- সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমে উপর উপনিবেশিক উত্তরাধিকারের প্রভাব আলোচনা করতে।
- সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমের উপর জাতীয়তাবাদী প্রভাব ব্যাখ্যা করতে।
- সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমের উপর জাতীয়সংহতি এবং আন্তর্জাতিকতা ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করতে।
- সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমে ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বর্ণনা করতে।
- সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমের উপর subaltern দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবকে ব্যাখ্যা করতে।
- সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমে লিঙ্গ, বর্ণ এবং উপজাতিগত প্রভাব সংক্রান্ত উদাহরণ দিতে।
- বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আলোচনা করতে।
- জাতীয়স্তরে সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রম সংক্রান্ত বর্তমান চিন্তাভাবনা এবং অনুশীলনগুলিকে ব্যাখ্যা করতে।

2.2 সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমে প্রভাবকারী বলসমূহ :

বিভিন্ন প্রভাবকসমূহ ধারণা এবং আদর্শবাদ ঘটনাসমূহ, আন্দোলনসমূহ এবং বিপ্লব, দ্বন্দ্ব এবং সম্পর্কসমূহ। পরিবেশ এবং সম্পদসমূহ সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমের রূপরেখা তৈরি করে। 19 শতকের শুরুতে ভারতবর্ষে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনার পূর্বে উপনিবেশিক শাসকরা কিছু পাঠক্রম রচনা করেন যা ব্রিটিশ এবং কিছু ভারতীয়দের ভারত সম্পর্কিত কার্যনির্বাহ ও তার জনগণের সম্পর্কে কার্যকরী জ্ঞান প্রদান করা হবে। সুতরাং তারা উপনিবেশিক সরকারের দক্ষ কর্মকর্তা/আধিকারীকে ও ক্লার্ক বা কেরানী হয়ে উঠবে। কালক্রমে জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ এবং মূল্যবোধ গণতান্ত্রিক ভারত সংবিধানে নিয়োজিত যা সমাজবিজ্ঞান এর পাঠক্রমে কি বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষের বৈচিত্রময় জনসংখ্যা, তাদের উন্নয়ন এবং আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক আন্দোলন এবং দ্বন্দ্ব এই বিষয়ের উপর তাদের ছাপ রেখে গেছে। পরিবেশ, সম্পদ, রাজনীতি, ক্ষমতার সংগ্রাম, মানবিক ভাবাবেগ ইত্যাদি বিষয়গুলিও ভারতের সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। দেশ অনেক উদীয়মান

নোট

সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, দারিদ্র্য, সাম্যতা, শোষণ, উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ সমন্বিতা ইত্যাদি। এইসব সমস্যাগুলিও প্রভাবিত করবে সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমে কি শেখানো ও পড়ানো হবে তার ওপর।

2.2.1 উপনিবেশিক উত্তরাধিকার এবং জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি :

উপনিবেশিক সময়কালে ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রম গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এই সময় থেকেই সমাজবিজ্ঞান একটি পৃথক শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইতিহাস রচনা ভারতবর্ষে কোন দীর্ঘসময় যাবৎ চলে আসা কোন প্রথা নয়। এই কথা অনস্বীকার্য্য যে বৃটিশরাই প্রথম ভারতে ইতিহাস রচনা করে। উপনিবেশিক শাসকরাই প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করে ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ও সুমারী রচনা করেন। এই সকল কার্যাবলী ভারতবাসী এবং সারা পৃথিবীর কাছে নতুন নতুন তথ্য, তত্ত্ব, ব্যাখ্যা তুলে আনে। ভারতবর্ষ এবং এর অধিবাসীরা নতুন আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। উপনিবেশিক শাসকরা ভারতবর্ষ সম্পর্কিত নানা অজানা তথ্য ও তাদের নিজেদের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যকে মিশ্রিত করে এমনভাবে জনসম্মুখে প্রকাশ করতে থাকে যেন তারাই এইদেশে দ্বিধাহীন শাসনের যোগ্য, যা পক্ষান্তরে এই দেশের পক্ষে লাভজনক। এই ভাবেই তারা সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমে সংমিশ্রিত বিষয়বস্তু রচনা করতে থাকে।

আপনারা নিশ্চয়ই সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে পড়েছেন। সিন্ধু সভ্যতা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। 3300 BCE থেকে 1300 BCE (খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে) এবং এটাই ছিল ভারতের সর্ব্বপ্রথম বৃহৎ সভ্যতা। এই প্রাচীন সভ্যতায় প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান বর্তমান ছিল। অধুনা পৃথিবী প্রথম সিন্ধুসভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারে, 1826 খ্রীষ্টাব্দে যখন ব্রিটিশ সেনা আধিকারীক চার্লস থ্যাকন বর্তমান হরপ্পার নিকটবর্তী একটি বৃহৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে দীর্ঘকার এবং সেখান থেকেই এই স্থানটির পুরাতাত্ত্বিক নামকরন হয়। 1856 ও 1872 এর মধ্যবর্তী সময়ে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম Archaelogical survey of India-র নির্দেশক, হরপ্পা সংলগ্ন অঞ্চলে কিছু স্বল্পবিস্তৃত খননকার্য করেন। ঐ অঞ্চল থেকে উদ্ধার হওয়া ইট করাচী লাহোর রেল লাইন স্থাপনের কাজে 1865 সালে ব্যবহৃত হয়েছিল। পাশাপাশি অঞ্চলের মানুষজন ঐ অঞ্চলের ইট বাড়ী তৈরির কাজে পুনঃব্যবহার করত। 1910 সালে স্যার জন মার্শাল। তিনিও Archaelogical Survey of India এর একজন নির্দেশক ছিলেন। তিনি হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। তিনি সেখানকার জলনিরোধক — স্নানাগার ও শস্যভাণ্ডার আবিষ্কার করেন। আর. ডি. ব্যানার্জী Archaclogical Survey of India এর একজন আধিকারীক 1921-1922 সালে মহেঞ্জোদারো সভ্যতার আবিষ্কার করেন। এইভাবেই আমরা ভারতের মহান সুপ্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে ধীরে ধীরে জানতে পারি।

ভারতীয় ইতিহাস থেকে আরও একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। মহান অশোক পৃথিবীর

নোট

ইতিহাসে একজন স্বনামধন্য শাসক হিসাবে পরিগণিত হন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক H.G. Wells লিখেছিলেন, ''শত সহস্র রাজাদের নাম, যারা ইতিহাসের পাতায় ভিড় করে আছে...অশোকের নাম তাদের মধ্যে ভাস্বর এবং একাকী নক্ষত্রের ন্যায় চির উজ্জ্বল।'' কিন্তু সম্রাট অশোক ও তাঁর বিভিন্ন কৃতিত্ব বহুলাংশে অনন্য ছিল। কেবলমাত্র বৈদিক ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত ছাড়া। যার ফলশ্রুতি হল ঐতিহাসিক যথার্থতা/ও নির্দিষ্টতার অভাব। 1837 খ্রীষ্টাব্দে যেমন প্রিন্সেপ দিল্লীতে পাথরের একটি দীর্ঘকায় মিনার খনন করে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। তাঁর এই সাফল্য সমসাময়িক সময়ে আরও অন্যান্য অঞ্চলে খননকার্য্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এবং পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও নেপালে। তৎকালীন সময়ে ধারাবাহিকভাবে প্রস্তর খনন কার্য্য চলতে থাকে এবং নতুন একজন রাজা পিয়াদানী সম্পর্কে জানতে পারা যায়, তিনি নিজেকে ভগবানের প্রিয় বলে পরিচয় দিতেন। 1915 সালে অন্য আর একটি খননকার্যের ফলে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে 'ভগবানের প্রিয়' রাজা পিয়াদানী এবং সম্রাট অশোকের যোগসূত্র সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। দীর্ঘকাল ধরে চলা এই সকল পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে আমরা সম্রাট অশোকের সফলতা কীর্তি ও গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারি। ঔপনিবেশিক সময়কালে এই জাতীয় বিভিন্ন আবিষ্কার ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সাধন করে। আপনারা উপরোক্ত এই দুটি ঘটনা থেকে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন?

অন্য কিছু সংখ্যক ইংরেজ প্রশাসক এবং অফিসাররা সচেতন প্রয়াসের দ্বারা ভারতীয় ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন। 1784 সালে ওয়ারেন হেস্টিংস স্যার উইলিয়াম জোনসকে, (যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন অধিকারীক ছিলেন, কোলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে) নিযুক্ত করেছিলেন। এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ভারতীয় ইতিহাস লেখার জন্য। উইলিয়াম জোনস্, যিনি একজন উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। সত্তর এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ সংস্থার তরফে তার উপর ন্যস্ত ভারতীয় ইতিহাস রচনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে থাকেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে থাকে এশিয়াটিক রিসার্চ নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশনার মধ্য দিয়ে, যা 1788 সালে শুরু হয়। এই পত্রিকা তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থার উপর পরিচালিত দীর্ঘ গবেষণা ও অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যসমূহকে জনসম্মুখে তুলে ধরে, যা ভারতবর্ষের অপ্রচলিত সম্পদের উপর আলোকপাত করে। ধারাবাহিক মাকঠকর্ম শীঘ্রই বিভিন্ন অপ্রচলিত ও অন্যান্য দিকগুলির উপর আলোকপাত করে। পরবর্তী সময়ে একই ধরনের সংগঠন বোম্বে (মুম্বাই) এবং মাদ্রাস (চেন্নাই) এ গড়ে তোলা হয়। 1833 সালে জেমস প্রিন্স এশিয়াটিক সোসাইটি এর সম্পাদক হন। তার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সফলতা, হল 1834 ও 1837 সালের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রাহ্মী ও রোষ্ঠী লিপির উদ্ধার এবং পিয়াদাসীসহ অশোক এর চিহ্নিতকরণ। বর্তমানে ভারতীয় ইতিহাস পুনঃগঠন

নোট

এ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এর অবদান বহুজন স্বীকৃতি। ইংরেজ ঔপনিবেশিক সময়কাল বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও বোধগম্যতার সাক্ষী ছিল। যা ভারতীয় ইতিহাসে পুনঃগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

1861 সালের ডিসেম্বর মাসে যখন ক্যানিংহাম, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স এর দ্বিতীয় লেফ্‌টেন্যান্ট পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ও প্রথম ও সর্বোচ্চ আধিকারিক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান পুর্ণমাত্রায় গতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া একটি স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগের মর্যাদা পায় এবং ভারতবর্ষে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ কার্য্যসমূহকে নতুন মাত্রা প্রধান করে।

জেমস নিল সর্বপ্রথম ভারতীয় ইতিহাসের সামাজিক রূপ লিখিত আকারে প্রকাশের জন্য উচ্চ প্রশংসিত হল, যদিও তিনি নিজে কখনই ভারতবর্ষ পরিদর্শন করেন নি। তিনি 1806 খীষ্টাব্দে এই কাজ শুরু করেন এবং 1818 সালে "The History of British India" নামক বই এর প্রকাশনার দ্বারা সেই কাজ সমাপ্ত করেন। আরও অন্যান্য ইংরেজ আধিকারীকগণ ও সেনা বিভাগের পদাধিকারী কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় নিজেদের দক্ষতা ও সামর্থ্য অনুসারে ভারতীয় ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন—মেজর জন ম্যাকলম (মধ্য ভারতের Memoir 1820) ক্যাপটেন গ্রান্ট ডাফ (এর ইতিহাস 1826), জেনারেল বিগস (ভারতে মুসলিম আধিপত্যের উত্থান 1829), মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিন স্টোন (ভারতের ইতিহাস 1841) এবং যোসেফ (শিখদের ইতিহাস 1849)।

শীঘ্রই এই সকল বইগুলি ভারতে ও বিদেশে সাধারণ মানুষের কাছে ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য ও জ্ঞান আহরণের নির্ভরয়োগ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। যখন ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হতে থাকে, সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রম এর ভিত্তি রচিত হতে থাকে ব্রিটিশ লেখকদের হাত ধরে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 1767 সালে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করে এই দেশকে ধাপে ধাপে উন্মোচিত করা এবং সেনাবাহিনী তথা সাধারণ জনগণের স্বার্থে এদেশের মানচিত্র রূপাঙ্কন করা। এই সংস্থা দ্বারা পরিচালিত অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা ভারতবর্ষের স্থলভাগ এবং বর্তমান সম্পদসমূহ সম্পর্কে বহুল পরিমাণে তথ্যাদি জানতে পারা যায়। এই ধরনের তথ্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ উন্মোচন নিষ্কাশন ও বাণিজ্যীকি করণের জন্য, শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রচনার জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা যে সকল তথ্যাদি ও জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয়েছিল, তা এই দেশ ও তার নাগরিকদের সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আপনারা কি বলতে পারেন এই ধরনের অনুসন্ধান করার পেছনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল? সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমের মূল লক্ষ্য হল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্মভূমি, ভূভাগ, জনসাধারণ, নদ-নদীসমূহ, পাহাড়পর্বত, খনিজ

নোট

সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, জনগোষ্ঠী, ধর্ম সম্প্রচার, সরকার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করা। এই সকল ক্ষেত্রের জ্ঞান ও বোধগম্যতা। আমাদের সমাজবিজ্ঞান এর পাঠক্রমের অংশসমূহ, যা আবার অন্যান্য বিষয় যেমন, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আলোচ্য বিষয়বস্তু।

আপনারা নিশ্চয়, জানেন যে, ভারতবর্ষ হল নানা বৈচিত্রের মানুষের বাসভূমি। ভারতীয় আদমসুমারী হল একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র যা থেকে ভারতের মোট জনসংখ্যা, লিঙ্গ অনুপাত, শিক্ষার হার এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানতে পারা যায়। এই ধরনের তথ্যাদির খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে আমাদের সমাজের উন্নয়নের সুস্পষ্ট দিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে। আপনারা কি কখনও আদমসুমারী থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন? জাতীয় সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান ও বোধগম্যতার ক্ষেত্রে আদমসুমারী ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রথম 1872 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সময়কার ভারতবর্ষে আদমসুমারীর ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী সুমারী আয়োজিত হয় 1881 খ্রীষ্টাব্দে এবং তারপরে প্রতি দশ বছর পর নিয়মিতভাবে তা হয়ে আসছে। ধারাবাহিক এই সালে সুমারীগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য, জ্ঞান ও বোধগম্যতা এই দেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছে।

1835 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা সুযোগ পায় পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে যা তাদের বিভিন্নভাবে প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে জানতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করেছে। উডের ডেসপ্যাচ (1854) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিস্তারিত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ব্যবস্থা সহ এই দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবহার গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। 1857 খ্রীষ্টাব্দে একের পর এক বোম্বে (মুম্বাই), ক্যালকাটা (কোলকাতা) এবং মাদ্রাস (চেন্নাই) এই তিনটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার পরিচালনা ব্যবস্থা, নুতন পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন রেললাইন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদিরও ব্যবস্থাপনা করেছিল। নতুন আইনী ব্যবস্থার প্রবর্তন ও কার্যনির্বাহী কার্য্যসমূহ থেকে আইনী ব্যবস্থার পৃথকীকরণ ছিল অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, যেমন—নারী শিক্ষার প্রচলন, সতীদাহ প্রথা রদ ইত্যাদি চলতে থাকে। এই সময়কালে ভারতীয় সংস্কার ও ঐতিহ্যে নতুন আগ্রহের সূচনা হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। যা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা ও নাগরিক জীবনকে আলোকিত করেছিল। ফ্রেডরিক ম্যাক্সমুলার জার্মান সমাজ সংস্কারক এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পূর্বের পবিত্র বইসমূহ নাম একাধিক বই প্রকাশিত করেছিলেন।

পুরতত্ত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভারতীয় স্থলভাগ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান আদমসুমারী, ভারতবর্ষের পরিচালনা ব্যবস্থা, শিক্ষা পরিবহন, যোগাযোগ এবং সমাজ সংস্কার

নোট

ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমকে প্রভাবিত করেছিল এবং সেই রূপেই সমাজবিজ্ঞানের চর্চা হয়ে আসছে।

জাতীয়তাবাদী বিকল্প :

ব্রিটিশ সরকার ভারতে উপরে উল্লেখিত কার্য্যক্রমগুলিতে ব্যস্ত ছিল কেবলমাত্র দেশের উন্নয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে নয়, দেশের উন্নয়নের জন্য নয়। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে দৃঢ় সমর্থন করার জন্য। ঔপনিবেশিক শাসকগণ ভেবেছিল ভারতবর্ষে তাদের শাসনকে চিরস্থায়ী করার যুক্তিযুক্ত সমর্থনে। রুউইয়ার্ড কিপলিং এর ''সাদা মানুষ এর বোঝা'' হল এমন একটি উদাহরণ যেখানে সাম্রাজ্যবাদ একটি উজ্জ্বল উদ্যোগ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন সাদা চামড়ার মানুষ, উপনিবেশ এবং উপজাতির উপকার করার জন্য উন্নয়নের স্বার্থে অন্যান্য দেশ শাসন করা উচিত। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সমাজব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিত ভাবে অন্ধকারে রেখে দেওয়ার প্রচেষ্টা কিছু শিক্ষিত ভারতীয়রা বুঝতে পারেন। মেকলে লিখেছিলেন আমার সংস্কৃত বা আরবি কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু আমি তাদের একটি সঠিক মূল্যায়ন এই যা করতে পারতাম তা করতে সক্ষম হয়েছি। আমি সবচেয়ে বেশী প্রচলিত আরবী এবং সংস্কৃত রচনা সমূহের অনুবাদগুলি পড়েছি, আমি উভয় জায়গা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষদের সাথে কথোপকথন করেছি। তাদের প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ভাষার দক্ষতার দ্বারা পৃথক করেছি। আমি প্রাচ্যবিদদের নিজেদের মূল্যায়নে প্রাচ্যশিক্ষা ওরিয়েন্টাল লার্নিং নিতে বেশ প্রস্তুত। আমি তাদের মধ্যে কাউকে খুঁজে পাইনি যারা অস্বীকার করতে পারে যে ভাল ইউরোপীয় লাইব্রেরির এক তাক বই সমগ্র ভারত ও আরবের সমগ্র সাহিত্যের সমান মূল্যবান। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অভ্যন্তরীণ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন সেই সকল কমিটির সদস্যরা যারা শিক্ষার প্রাচ্য পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিলেন। মেকলের এই বক্তব্য সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কি? ভারতীয় ইতিহাস রচনা এবং সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় আচার আচরণকে বিশ্লেষণ করার সময় বহু ব্রিটিশ লেখক এবং নিয়ন্ত্রণকারী/আধিকারীকরা ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ও ঋণাত্মক উপাদানগুলিকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্রিটিশ ও ইউরোপিয়ানদের শ্রেষ্ঠত্বকে এমনভাবে তুলে ধরেছিলেন যেন ব্রিটিশ শাসনই ভারতবর্ষের জন্য প্রকৃত লাভদায়ক। জাতীয়তাবাদী মনোভাবসম্পন্ন ভারতীয়রা এই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতীয়রাই তাদের নিজেদের ইতিহাস রচনা করুক এবং নিজেদের সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করুক।

আপনারা কি মনে করেন ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? আপনি কি ভাবে 1857 এর উত্থানকে ব্যাখ্যা করবেন, বহু ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মতো একে কি কেবল '' হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? অথবা জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতো একে ''ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? আপনারা উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা, ব্রিটিশরা যেভাবে ভারতীয় ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং

নোট

ঐতিহ্যকে ব্যাখ্যা করেছিল তার বিরোধীতা করেছিল। ভারতীয় অর্থনৈতিক আগ্রহ, রাজনৈতিক পরিনামনতা এবং নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে তারা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এঁদের প্রথম যিনি ভারতীয় দৃষ্টিতে ভারতের জাতীয় ইতিহাস রচনার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ''ইংরেজ লেখকদের দ্বারা আমাদের দেশের ইতিহাস রচনা আমাদের মানসিকতাকে দুর্বল করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, তারা কেবলমাত্র আমাদের অধঃগমনের কথা বলে। কিভাবে বিদেশীরা যারা আমাদের আচার এবং নিয়ম অথবা আমাদের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে খুবই অল্প জানে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে নিরপেক্ষভাবে ভারতীয় ইতিহাস রচনা করতে পারে। এই কারণেই ভারতীয়দেরই ভারতীয় ইতিহাস রচনা করা উচিত।''

জাতীয়তাবাদীরা অনুভব করেন যে, ভারতীয় ইতিহাসের ব্রিটিশ লেখকরা বৈদেশিক চিন্তাধারা দ্বারা ভারতীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন ঋণাত্মক উপাদান যেমন বর্ণব্যবস্থা, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদিকে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন। বৈদেশিক অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ভারতীয়রা যে সকল বিষয় চর্চা করত, তা তারা উপেক্ষা করতো কেবলমাত্র আগ্রাসী নাতি অনুসরণ করতো, দীর্ঘ সময় যাবৎ যে সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার গুরুত্ব এবং শক্তিকে তারা উপেক্ষা করত, এবং কয়েক হাজার বছর আগে এই মহাদেশে যে সংস্কৃত ভাষা সম্ভবত প্রথম জন সংযোগের মাধ্যম ছিল তাকে তারা উপেক্ষা করত। জাতীয়তাবাদীরা চাইছিল ভারতীয় ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ইত্যাদির সংরক্ষণকে সফল করার জন্য জাতীয় ইতিহাস রচনা করতে, যার দ্বারা জাতীয় অস্তিত্ব এবং পরিচয় বিকশিত হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী যদিও একজন উপনিবেশিক আধিকারীক ছিলেন, তীব্রভাবে ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর ''বন্দেমাতরম'' ভারতীয় জাতীয়তা বোধ প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

বহু জাতীয়তাবাদী নেতারা সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিকল্প কোন পথ অবলম্বনের কথা বলেছিলেন। গোমেল ভারতবর্ষে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দাবী করেন। মহারাজা সিয়াজীরাও পায়কোয়াড় বরোদা—তার রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার প্রসারের জন্য বিস্তারিত একটি খসড়া প্রস্তুত করেন যা বুনিয়াদি শিক্ষা নামে পরিচিত। অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে, যা শিক্ষার্থীদের গঠিত করবে এবং নিজেদের জীবন আদর্শ রূপায়নে সাহায্য করবে, কেবলমাত্র উপনিবেশিক শাসকদের মুখাপেক্ষী না থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বাঁচতে শেখাবে। একটা উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল যে, ইংরেজ কেরানী তৈরি শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে সমগ্র নাগরিক তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে যা শিশুদের দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশে সাহায্য করবে। স্বামী দয়ানন্দের 'দয়ানন্দ আংলে বৈদিক আন্দোলন ছিল অপর একটি

নোট

বিকল্প উদাহরণ যার লক্ষ্য ছিল সামাজিক ধর্মীয় শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্কার সাধন করা, আর্য সমাজ ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের ও উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ধর্মীয় সংস্কার সাধন করা। এর পাশাপাশি বহু ব্যক্তিরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মনোভাবের জন্য বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদানের জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের সমাজ ও অর্থনীতি গঠনের জন্য একটি মহান আদর্শ নমুনা/মডেল প্রস্তাবনা করেছিলেন। তাঁর এই চিন্তায় শিল্প ও কারিগরী এবং পাশ্চাত্য মনোভাবের কোন স্থান ছিল না। তাঁর এই স্বাধীনতার চিন্তা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বতন্ত্রতার উপর গুরুত্ব দিয়েছিল তাঁর চিন্তা ছিল ভারতীয় গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর এককে রূপান্তরিত করা, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি শোষণ ব্যতীত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জীবন নির্বাহ করতে সক্ষম হবে। যখন স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ নেয়, জাতীয়তাবাদীদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আরও দৃঢ় হয় এবং তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করতে থাকে। জাতীয়তাবাদী আবেগ এবং বিকল্প চিন্তা ভাবনা সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

কার্যকলাপ—1

1. আপনি ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন বৈচিত্র দেখেছেন তার তালিকা তৈরী করুন।

---

2. আপনার মতে ভারতীয়দের মধ্যে এই ধরনের বৈচিত্রের অসুবিধাগুলি কি? এবং সুযোগসুবিধাগুলি কি?

---

3. আপনার পঞ্চায়েত/ব্লক/তালুক এর সর্বশেষ জনগণনার সংখ্যা খুঁজে বের করুন। আপনি আপনার এলাকার বাসিন্দাদের সংখ্যা, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার খুঁজে বের করুন। তারা কোন সম্প্রদায় ও ধর্মের অন্তর্গত, তাদের স্বাক্ষরতার হার, অনুপাত ইত্যাদি আপনি খুঁজে পেতে পারেন। এই কার্য্যকলাপ শেষ করার পর, আপনার এলাকার মানুষের বৈশিষ্ট্য। অবস্থা সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষণ লিখুন।

নোট

আপনার অগ্রগতির মূল্যায়ন—1

1. ভারতের ইতিহাসের প্রথম রচয়িতা কে ছিলেন?

---

2. অশোকের শিলার ব্যাখ্যা প্রথম কে করেছিলেন?

---

3. কেন সার্ভে অফ ইন্ডিয়া গঠিত/তৈরি হয়েছিল?

---

4. কোন্ ভারতীয় শাসক প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা করেছিলেন তাঁর রাজ্যে?

2.2.2 স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রম সংক্রান্ত বাদানুবাদ

স্বাধীনতা তার সাথে দায়িত্ব ভার নিয়ে আসে নিজেদের সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করার দায়িত্ব, আত্ম পরিচালনার দায়িত্ব নতুন গণতন্ত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের দায়িত্ব এবং আমাদের নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনার দায়িত্ব। দীর্ঘ সংঘর্ষের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। যে সকল মূল্যবোধ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচালনা করেছিল এবং নতুন গণতন্ত্রে যে সকল ভাবাবেগ প্রয়োজনীয় ছিল সেগুলি ভারতীয় সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সকল ভাবাবেগগুলি সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য এবং স্বাধীনতা, সাম্যতা, ন্যায়বিচার এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি মূল্যবোধগুলি সরাসরি দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা নিয়ন্ত্রণ এবং অধিনতার সম্পর্ক জাতি ও লিঙ্গগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদির দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় স্বাধীনতা সাক্ষী হয়েছিল দুঃখজনক দেশ বিভাজনের যেখানে হিংস্র দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এর ফলে ভগ্নপ্রায় সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক দীর্ঘ সময়ের জন্য ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই সকল প্রভাবগুলি মুখোমুখি হয়ে ভারতবর্ষ নির্ধারণ করে এ দেশের শিশুদের মধ্যে গণতান্ত্রিক কার্যকারীতা এবং সংহতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা

নোট

বিকাশ করা প্রয়োজন, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার বিকাশের প্রয়াস এবং নতুন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন মূল্যবোধ সঞ্চার করা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (1948-49), যা স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরেই গঠিত হয়। প্রস্তাবনা করেছিল যে, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা এরূপ হওয়া প্রয়োজন যা সামাজিক দর্শনকে প্রতিফলিত করবে এবং সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনা করবে। এই কমিশনে আগে বলা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের গণতন্ত্রের প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিতকরণ। এবং অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে স্পষ্ট বোধগম্যতা গঠন করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952-53) একই প্রকার মূল্যবোধের প্রবর্তনের কথা বলে। গণতান্ত্রিক নাগরিকত্ব, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব গঠনের কথা বলে, ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (1964-66) অনুভব করে যে, একটি শিক্ষা বিপ্লব আসা প্রয়োজন। একটি অন্তর্নিহিত রূপান্তর যা শিক্ষাকে জীবনের সাথে যুক্ত করবে। জীবনের প্রয়োজন ও জাতীয় লক্ষকে প্রতিফলিত করবে। এই কমিশন সামাজিক এবং জাতীয় সংহতি দৃঢ়করণ, সামাজিক, নৈতিক আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সংশ্লেষককে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করার কথা বলে।

ভারতবর্ষে 1986 খ্রীষ্টাব্দে একটি সামাজিক জাতীয় শিক্ষা নীতি গঠন করা হয়। এই নীতি শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয লক্ষ্য এবং মূল্যবোধগুলিকে প্রতিফলিত করে। এই নীতিতে বলা হয় ''জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতীয় পাঠক্রমিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে যার মধ্যে কিছু সাধারণ বিষয় এবং অন্যান্য নমনীয়সহ উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সাধারণ বিষয়গুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

2.2.3 জাতীয় সংহতি এবং আর্ন্তজাতিক বোধগম্যতা/জাতীয় সংহতি ও বৈদেশিক বোঝাপড়া :

জাতীয় সমাজ ব্যবস্থার সমৃদ্ধতা রয়েছে এর বৈচিত্র্যতায়। কিন্তু এই বৈচিত্র্যতা ভারতীয়দের মধ্যে অন্তর্ভুতিমূলক সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়-নাগরিকদের মধ্যে বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যতা বর্তমান, ভাষাগত, পোষাকীয়, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি, বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংলগ্নতা, বিভিন্ন ধরণের আগ্রহ এবং উল্লেখযোগ্যভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। দেশবাসীদের মধ্যে একাত্মীকরণে অনুভূতি সঞ্চার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে এবং ফলশ্রুতিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় তার প্রতিফলন ঘটে। ইতিহাসে জাতীয় ঐক্য এবং অনুভূতিমূলক সংহতির একাধিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। দীর্ঘ সংঘের্ষের পর অর্জিত স্বাধীনতা এবং ঐক্য নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। বৈদেশিক ক্ষমতাধারণের পক্ষে বৈচিত্র্যময় ভারতকে পরাজিত করা ছিল খুবই সহজ। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (1964-66) সামাজিক ও জাতীয় সংহতি দৃঢ়করণকে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করে।

যদিও সামাজিক ও অনুভূতিমূলক সংহতি দৃঢ়করণ হল গুরুত্বপূর্ণ, ভারতীয়দের মধ্যে সেই

নোট

অনুভূতিমূলক সংহতির বিকাশ হল সমান গুরুত্বপূর্ণ। একাত্মীকরণ এবং সংঘবদ্ধকরণের অনুভূতি কেবল তখনই আসে যখন সাধারণ মানুষরা অনুভব করে সাম্প্রদায়িকতা, আদর্শবাদ এবং অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যকে ব্যতিরেখে তাদেরও গুরুত্ব রয়েছে অন্যদের মতো, তাদেরও কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনা হয়, জাতীয়তাবাদী লক্ষ্যে অংশগ্রহণ বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে।

আপনি কি মনে করেন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং উন্নয়নমূলক অন্তর্ভুক্ত দেশবাসীদের মধ্যে একাত্মীকরণ বা সংঘবদ্ধতার অনুভূতিকে জাগরণের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করে?

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, সাংবিধানকে এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু যা জাতীয় পরিচয়কে স্থায়ীকরণের জন্য প্রয়োজন। এই উপাদানগুলে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সীমানা দ্বারা আবদ্ধ থাকবে না এবং এমন ভাবে রচিত হবে যা ভারতীয়দের সামাজিক বাধার অপেক্ষায় পারিবারিক নিয়মাবলির অনুসরণ এবং বিজ্ঞান মনস্কতার গঠন ইত্যাদি মূল্যবোধগুলিকে বিকশিত করবে। এই সকল শিক্ষা পরিকল্পনাগুলি ধর্মীয় কংকীর্ণতাকে উপেক্ষা করে কঠোরভাবে নিজস্ব লক্ষ্যকে সাধন করবে। এই সকল সাধারণ মূল্যবোধগুলি সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের কাম্য দিক নির্ধারণে সহায়তা করবে।

যে সকল বিষয়গুলি স্বাধীন ভারতের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রম রচয়িতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা ছিল বিবিধ। একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে বহুবিধ সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। দারিদ্র, অশিক্ষা, পিছিয়ে পড়া জনজাতি, সামাজিক এক ধর্মীয় বিভেদ ইত্যাদি ছিল তার মধ্যে অন্যতম। এই সকল সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করাই প্রধান জাতীয় লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অধিকমাত্রায় মদ্য উৎপাদন, অশিক্ষা দূরীকরণ, অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ বিভেদকারী প্রভাবগুলির বিরুদ্ধে দেশকে সুসংহত রাখা ইত্যাদি আমাদের গণতন্ত্র ও সংবিধানে অধিক গুরুত্ব পায়। এই সকল বিষয়গুলি এই কারণে সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে নিজের জায়গা করে নেয়। শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে অনুভব করতে পারে সামাজিক মূল্যবোধগুলিকে। যে সমাজে আমাদের দেশের অনগ্রসর এবং দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলির কি কোন ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে?

আজকের দিনে জাতীয় সংহতির প্রধান অন্তরায়গুলি কি কি? আপনি কি মনে করেন যে আমাদের দেশের মধ্যে এমন কিছু প্রভাব রয়েছে যা দেশবাসীদের মধ্যে একাত্মতার মনোভাবকে দুর্বল করেছে? অসংখ্য ভাষণমূলক সংঘ/দল বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সক্রিয়। তারা বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে সাম্প্রদায়িক অশান্তির সৃষ্টির মাধ্যমে দেশবাসীদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা এবং বিরোধ সৃষ্টি করেছে। এই প্রভাবগুলি কর্কট রোগের মতো ভারতীয় সমাজে অবস্থান করছে এবং তাই তাদের দ্রুত চিহ্নিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ প্রথা, বিভেদমূলক মনোভাব, আঞ্চলিকতা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে আঞ্চলিক অসাম্যতা, ব্যক্তিগত বৈষম্যতা,

নোট

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব এবং নির্বাসনের/পরিত্যক্তার অনুভূতি ইত্যাদি হল এমন কিছু প্রভাবকের উদাহরণ। আপনি এইরূপ আরও কিছু উদাহরণ খুঁজে বের করুন।

জাতীয় সংহতির দূরীকরণে সমাজ বিজ্ঞানের কি ভূমিকা হওয়া উচিত? জাতীয় সংহতি এবং ঐক্যের ধারণাকে বিস্তার করার ক্ষেত্রে সামজবিজ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা শিক্ষার্থীদের জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুভূতিশীল করতে পারে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারে এবং জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় পরিচয়ের মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করতে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতি (1985) তে বলা হয়েছে যে, সাংবিধানিক। ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, দায়িত্ব এবং অন্যান্য বিষয়গুলি জাতীয় পরিচয় প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় ইতিহাস এবং জাতীয় ভৌগলিক অবস্থান সমাজে শিক্ষকশিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ সম্পর্কে গভীর বোধগম্যতা তৈরী করতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতির মনোভাব এর বিকাশ ও ধারণা গঠনের দায়িত্ব ভার সমাজ বিজ্ঞানের কাধেই রয়েছে। আন্তর্জাতিক বোধগম্যতার জন্য জাতীয় সংহতি সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যিক। আমরা বিশ্বায়নের যুগে বাস করছি। দেশ বা জাতি এককভাবে বাঁচতে পারে না। আজকের দিনে মানব সভ্যতা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার অধিকাংশই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নয়। সেখানে বিশ্বায়নের ছোঁয়া রয়েছে। যা পৃথিবীব্যাপী সকল দেশ এবং মানুষের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত, ফলশ্রুতিতে সেই সমস্যার সমাধানের জন্য বিশ্বব্যাপি সকল জাতি ও মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়। আপনি কি এইরূপ কিছু সমস্যার উদাহরণ দিতে পারেন?

পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তা, বাণিজ্য, ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা, মানব উন্নয়ন এবং জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত সমস্যা, এবং বিশ্বশান্তি হল এমন কিছু ক্ষেত্র। আন্তর্জাতিক বোঝার অভাব বিশ্বযুদ্ধে দুবার, দুবার ধাক্কা দিয়েছে। যার ফলে বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপকভাবে জীবন, সম্পত্তি ও মানবিক মূল্যের ক্ষতি হয়েছে। সমস্ত মানুষ এবং বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা অর্জনের ব্যাপারে মানুষেরা নিখুঁত হতে পারে না। মানবাধিকার ও মানব উন্নয়ন বিষয়গুলি পৃথক দেশগুলির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ বিজ্ঞানের একটি সম্ভাবনা রয়েছে শিক্ষার্থীদের মনে ভালো বিশ্বের জন্য অনুকূল মনোভাব তৈরি করার। যেখানে মানুষ একসঙ্গে মানবতার সামনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয় এবং অন্যান্য সকল মানুষের জন্য উদ্বেগ রয়েছে, বিশ্বের ভূগোল ও বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষাদান ছাত্রদের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরি করবে। বিশ্ব ইতিহাসে আন্তর্জাতিক প্রজন্মের আন্তর্জাতিক শান্তি, সহযোগিতা, সমঝোতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভাগ করার অনুভূতি এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টার প্রশংসা করার জন্য যথেষ্ট পাঠ রয়েছে।

নোট

সারা পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। এই সকল আলোচনার জন্য এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য। ছাত্রছাত্রীদের এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে পরিচিতিকরণ করতে হবে এবং তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে অবগত করতে হবে। তাদের এও জানা প্রয়োজন পরিবেশ, জনগোষ্ঠী, উন্নয়ণ, শিক্ষা, অর্থনীতি এবং বাণিজ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে কোন কোন সংস্থাগুলি গঠিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে কি কি দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন সংস্থাগুলি মোকাবিলা করার জন্য আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো কি রয়েছে এবং তা যথেষ্ট কি না তাও তাদের জানা প্রয়োজন। সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে জাতীয় সংহতি এবং আন্তর্জাতিক বোধগম্যতার প্রতিফলন ঘটে থাকে।

2.2.4 ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্প্রদায়ীকতা :

ভারতবর্ষের বহু সংস্কৃতি বারংবার আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে যখন আমরা এই দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করি। আমাদের মধ্যে সর্বদয় বহুমত এবং বহু বিশ্বাসের এক সাথে পথ চলার ঐতিহ্য রয়েছে। এই দেশে বহু ধর্মীয় বিশ্বাসের সৃষ্টি ও বিকাশ হয়েছে এবং দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে অপরদিকে বহিরাগত বিভিন্ন বিশ্বাস ও ধর্ম এদেশে এসেছে এবং সর্বজন গৃহীত হয়েছে। এই দেশে সহাবস্থানের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের মানুষেরা তাদের ধর্মীয় উৎসব একসাথে পালন করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেই সকল বিভিন্ন ধর্মাবিলম্বী মানুষদের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। আমাদেরকে সেই সকল সমস্যাগুলিকে আলোচনা করতে হবে এবং সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

কার্যক্রম-2

আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন এবং জনসমীক্ষা অনুযায়ী সেই সকল ধর্ম অনুসরণকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ধারণ করুন।

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ কিন্তু ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ভিন্নতা এখানেই যে, ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখার পরিবর্তে সকল ধর্মকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা অধর্মীয় নয়। তাহলে কেন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়, অতীতে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ তৈরী হওয়ার প্রকৃত কারণ কি কি?

বিরোধী বলের প্রভাব? সেখানে কি সময়ের সাথে সাথে কিছু গোষ্ঠী বিভিন্ন বিরোধ সৃষ্টিকারী সুপ্ত মানসিকতা পোষণ করে এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি করে? কোন কোন বিষয়গুলি সাম্প্রদায়িকতামূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রশ্রয় দেয়? Proselytising এবং ধর্মীয় বাদানুবাদ 'অন্যমতের' প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত আগ্রহ এই সকল সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। এই সকল বিষয়গুলি

নোট

এবং চিন্তাধারাগুলি উন্মুক্তভাবে দেশের জনগণের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। আপনি কি বলতে পারেন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ঐ বিষয়ে কিভাবে আলোচনা করা উচিত যাতে তারা এই বিষয়গুলিকে নিরপেক্ষ ও যুক্তিযুক্তভাবে বিচার করতে পারে।

কার্যক্রম-3

1. জাতীয় সংহতি দৃঢ় করার জন্য, দৃঢ়করণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্তরে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তার তালিকা প্রস্তুত করুন।

---

2. কি কি বিষয় ভারতবর্ষে ঐক্য এবং সংহতিকে দুর্বল করছে তার তালিকা প্রস্তুত করুন।

---

3. বিদ্যালয় স্তরে ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয়সংহতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে তার তালিকা প্রস্তুত করুন। জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন এর ক্ষেত্রে কি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

---

4. সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে যে সকল বিষয়বস্তু জাতীয় ঐক্য, সংহতিকে দৃঢ় করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

---

5. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন এবং তাদের কার্যএর সম্পর্কে আলোচনা করুন। আপনি নিম্নলিখিত সংস্থাগুলির বর্তমান কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন। UNO, UNESCO, UNICEF, WTO, ICJ, WHO, FAO ইত্যাদি।

নোট

6. আন্তর্জাতিক/বিশ্বদিবস যেমন UNOday ইত্যাদির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। সারা বছর ব্যাপি বিদ্যালয়ে এই সকল দিনগুলিকে কিভাবে উদযাপন করা যায় তার পরিকল্পনা তৈরী করুন।

---

7. মনে করুন আপনার এলাকায় কোন সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। আপনি এবং আপনার ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে সেই সমস্যার সমাধান করবেন, তা আলোচনা করুন।

আপনার অগ্রগতি পরিমাপ করুন - 2

1. সংবিধানের সেই সকল মূল্যবোধগুলিকে তালিকাবদ্ধ করুন। যেগুলি সমাজ বিজ্ঞানের উচিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাস্তবায়িত করা।

---

2. কোন শিক্ষা কমিশনে গণতন্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?

---

3. কোন শিক্ষামূলক প্রতিবেদনে জাতীয় পাঠক্রমিক কার্যাবলির কথা বলা হয়েছে? যেখানে সাধারণ মূল বিষয়গুলি অন্তর্গত থাকবে।

---

4. কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠনের নাম উল্লেখ করুন। যারা মানব সভ্যতার উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে।

নোট

2.2.5 সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমে নিম্নবর্গীয়দের প্রেক্ষিতে বাদানুবাদ

পরবর্তী সময়, বহু মানুষ বিশেষত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকেরা সমাজের এবং ইতিহাসের অনুন্নত এবং লাঞ্ছিত সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকে। এই সকল লাঞ্ছিত সদস্যদের বলা হয় 'Subalt' যে শব্দটি 1980 শতকের শুরুর দিকে সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রান্তিক ও শোষিত মানুষদের। বিশেষত যারা ক্রমবিশ্বায়ন এবং সামাজিক বহিষ্করণের বিরুদ্ধে রেখেছিল, তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য বহুমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছিল। এই প্রতিশব্দটি দ্বারা নিম্নশ্রেণীর, দূর্বল এবং নিপীড়িত মানুষদের বোঝানো হয়। Subaltezn দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে অনেক কাজ থেকে পর্যবেক্ষণ করে এবং চেষ্টা করে ব্রিটিশ ভারতীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কমাতে। এখানে সবল এবং দুর্বলদের আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে পঠন-পাঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মতাদর্শ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পঠনপাঠনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই Subaltezn দৃষ্টিভঙ্গিতে নিম্নশ্রেণীতে উচ্চশ্রেণীর, যারা ইতিহাসের অধিকাংশ কৃতিত্ব, এমন কি স্বাধীনতা সংগ্রামের কৃতিত্ব দাবী করে। শোষনের কথা বলা হয়েছে, বিভিন্ন আন্দোলনে, যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহ (1855) চম্পারণ সত্যাগ্রহ (1917-18) এবং বারদৌলি সত্যাগ্রহ (1928) হল এমন কিছু যেখানে নিপীড়িত মানুষদের দাবি এবং অধিকার আদায়ের সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলনগুলি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এবং শোষণমূলক অর্থনৈতিক নীতি সমূহের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল যখন সেই সকল মানুষদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল তারা এই নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো।

ভারতবর্ষের মতো দেশে এই ধরণের অনুন্নত শ্রেণীর মানুষেরাই জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল সংগঠন করে। অনুমান করুন যদি সমাজের এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে, প্রান্তিক, নিপীড়িত ও শোষিত বলে মনে করে তাহলে আপনি কি মনে করেন যে এইরূপ অবস্থা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে? যদি একটি বড় অংশের মানুষকে সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির থেকে পৃথক করে রাখা হয়, তবে কি গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে, Subaltenzne এর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ উন্নয়ন এবং পরিচালন ব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই সকল মানুষদের কাছে কিভাবে পৌঁছানো সম্ভব তারও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ ব্যবস্থার উপর উন্নত শ্রেণীর মানুষদের একচেটিয়া অধিকারকে অস্বীকার করে—সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে নিপীড়িত মানুষদের অধিকার প্রদানের কথা বলে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিপীড়িত মানুষদের দিক থেকে বিভিন্ন সমস্যাগুলির বিশ্লেষণের কথা বলে।

"তাদেরকে তাদের কথা বলতে দেওয়া হোক"। Subaltern এর সংজ্ঞাতে সেই সকল মানুষদের কথা বলা হয়েছে যাদের কণ্ঠস্বর রোধ করা হয়েছে। সমাজের প্রতি আমাদের বোধগম্যতা

নোট

অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা সেই সকল নিপীড়িত মানুষদের উপেক্ষা করি এবং তাদের সমস্যাগুলিকে উপলব্ধি করতে না পারি।

2.2.6 লিঙ্গ, জাতি, উপজাতি দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

নিম্নলিখিত তালিকাটি পর্যবেক্ষণ করুন, যেখানে সকল রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সামগ্রিক নারী ও পুরুষ ভেদে শিক্ষার হার বর্ণনা করা হয়েছে।

	রাজ্য	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
1	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	86.3%	90.1%	81.8%
2	অন্ধ্রপ্রদেশ	67.7%	75.6%	59.7%
3	অরুণাচলপ্রদেশ	67.0%	73.7%	59.6%
4	আসাম	73.2%	78.8%	67.3%
5	বিহার	63.8%	73.5%	53.3%
6	চণ্ডীগড়	86.4%	90.5%	81.4%
7	ছত্তিশগড়	71.0%	81.5%	60.6%
8	দাদরা ও নাগার হাভেলী	77.7%	86.5%	65.9%
9	দমন ও দিউ	87.1%	91.5%	79.6%
10	দিল্লি	86.3%	91.0%	80.9%
11	গোয়া	87.4%	92.8%	81.8%
12	গুজরাট	79.3%	87.2%	70.7%
13	হরিয়ানা	76.6%	85.4%	66.8%
14	হিমাচলপ্রদেশ	83.8%	90.8%	76.6%
15	জম্মু ও কাশ্মীর	68.7%	78.3%	58.0%
16	ঝাড়খণ্ড	67.6%	78.5%	56.2%
17	কর্ণাটক	75.6%	82.8%	68.1%
18	কেরালা	93.9%	96.0%	92.0%
19	লাক্ষাদ্বীপ	92.3%	96.1%	88.2%
20	মধ্যপ্রদেশ	70.6%	80.5%	60.0%
21	মহারাষ্ট্র	82.9%	89.8%	75.5%
22	মণিপুর	79.8%	86.5%	73.2%
23	মেঘালয়	75.5%	77.2%	73.8%
24	মিজোরাম	91.6%	93.7%	89.4%
25	নাগাল্যাণ্ড	80.1%	83.3%	76.7%

নোট

	রাজ্য	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
26	ওড়িশা	73.5%	82.4%	64.4%
27	পন্ডিচেরী	86.5%	92.1%	81.2%
28	পাঞ্জাব	76.7%	81.5%	71.3%
29	রাজস্থান	67.1%	80.5%	52.7%
30	সিকিম	82.2%	87.3%	76.4%
31	তামিলনাড়ু	80.3%	86.8%	73.9%
32	ত্রিপুরা	87.8%	92.2%	83.1%
33	উত্তরপ্রদেশ	69.7%	79.2%	59.3%
34	উত্তরাখণ্ড	79.6%	88.3%	70.7%
35	পশ্চিমবঙ্গ	77.1%	82.7%	71.2%
	ভারত	74.04%	82.14%	65.46%

সূত্র :

যদি আপনি তালিকাটিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষন করেন, দেখবেন বিভিন্ন রাজ্যের পুরুষ ও নারীদের স্বাক্ষরতার হারের মধ্যে একটা অন্তর পার্থক্য রয়েছে।

মহিলারা আমাদের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে রয়েছে। যদিও ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মাতৃ আরাধনার ঐতিহ্য রয়েছে, তবুও সামগ্রিক ভাবে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের প্রতি আচরণ আশানুরূপ নয়। আপনি জনসমীক্ষা থেকে দেখতে পাবেন যে, সাধারণ/তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি ইত্যাদি যেকোন দলেই মহিলা স্বাক্ষরতার পরিসংখ্যান পুরুষদের তুলনায় কম। আপনি নিশ্চয় দেখতে পাবেন যে, ভারতবর্ষে লিঙ্গ অনুপাতের তালিকাতেও পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা নিম্নমুখী। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় কম মনোনীত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা নগণ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা পুরুষদের নামে। ভারতবর্ষে সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের প্রতি অবজ্ঞা অধিকমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। এমন কি আমাদের সভ্য শহরে রাস্তাও তাদের জন্যে নিরাপদ নয়। এমন কি তাদের নিজেদের বাড়ীতেও নিরাপত্তা এবং উন্নতি এতটাই বিপদের সম্মুখীন যে সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষে আইনী ব্যবস্থাকে আরো কঠোর করা প্রয়োজন। উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে একথা স্পষ্ট যে, সমান অধিকার, নারী সম্মান, নারী কল্যাণ এবং নারী স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা বলা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়।

লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি 1000 জন পুরুষ মহিলার সংখ্যা)
ভারত ও কিছু নির্বাচিত রাজ্যের

ভারত	বিহার	ছত্তিশগড়	ঝাড়খণ্ড	ওড়িশা	পাঞ্জাব	উত্তরপ্রদেশ	তোমার রাজ্য
940	916	991	947	978	893	908	সিদ্ধান্ত ও লিখন

নোট

বাস্তবিক পক্ষে পরিস্থিতি ঠিক এর বিপরীত যেখানে নারী সুরক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান আবশ্যিক। ভারতবর্ষে চিরাচরিৎ পুত্র সন্তানের চাহিদা, এমনকি ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে যা প্রবল। এই পরিস্থিতি মহিলাদের জন্য আরও কঠিন করে তোলে। ভারতবর্ষের মত আধুনিক, উদার ও গণতান্ত্রিক দেশে এই অবস্থা কোনভাবেই কাম্য নয়। বিশেষত যেখানে বিশ্বদরবারে ভারতবর্ষ ''উন্নত দেশ'' হিসাবে পরিগণিত হয়।

এই পরিস্থিতিতে ভারতবাসীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আসা আবশ্যিক। সামাজিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বর্তমান আইনকানুন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। সমাজবিজ্ঞান একটি বিষয় হিসাবে এবং আপনি সমাজবিজ্ঞানের একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে নাগরিকদের মধ্যে সেই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাশ করতে পারেন। সমাজবিজ্ঞানকে অবশ্যই আগামীদিনের নাগরিকদের কথা ভাবতে হবে এবং শিক্ষাগত সাম্যতার মত বিষয়গুলিকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও সমাজব্যবস্থায় কিছু উল্লেখযোগ্য মহিয়সী মহিলাদের অবদান আলোচনা করা এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট নয়। সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নারী সমাজের প্রতি সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদল করা প্রয়োজন। সামগ্রিক সমাজ উন্নয়নে মহিলাদের অবদান, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সম্পদ, সাম্যতা, মর্যাদা ও সম্মান বিষয়ে তাদের অধিকারের কথা আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখা প্রয়োজন। নারীশিক্ষার বিস্তার এই প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই নারী স্বাক্ষরতার হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার প্রমাণ হল আজকের দিনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষায় লিঙ্গগত সাম্যতা আনার ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গুণগত শিক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা আবশ্যিক।

ভারতবর্ষে অনগ্রসর জাতিগুলি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা পাওয়ার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। জাতিগত শ্রেণী বিন্যাসের একেবারে নীচের শ্রেণীতে থকার কারণে তারা দারিদ্রতা, মানবিক অবমাননা ও শোষণের সম্মুখীন হয়েছে। সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা অনগ্রসর জাতিদের উপর আধিপত্যের বিষয়কেই স্পষ্ট করে। আজকের দিনে প্রধান করণীয় হল অনগ্রসর জাতিদের মানোন্নয়নের ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করা এবং তাদের বিকল্প আদর্শবাদ ও সামর্থ্য অনুসারে যুক্তিশীল চিন্তাকে উৎসাহ দেওয়া। অনগ্রসর জাতিরা যেন কার্যক্ষেত্রে এবং রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পারে। তার জন্য তাদের সামর্থ্য ও গুণমান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, অনগ্রসর জাতিদের মধ্যে আত্মসম্মান ও সম্মানজনক জীবনযাত্রার চাহিদাকে প্রোথিত করা প্রয়োজন। যেখানে চিরাচরিত আনুগত্যের কোন স্থান থাকবে না।

এই সকল পদক্ষেপ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সমাজের একেবারে নীচের তলার উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের থেকে শুরু করতে হবে। যাতে তারা অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের সাক্ষী হতে পারে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিচ্ছিন্নতাবাদ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের জাগরণ ও সামর্থ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি অন্যতম হাতিয়ার। ''তপশিলী জাতিদের শিক্ষামূলক উন্নয়নের প্রধান

নোট

কেন্দ্রবিন্দু হল, অ-তপশিলী জাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সকলক্ষেত্রে এবং শিক্ষার সকল স্তরে সাম্যতা বিধান, যার আওতায় থাকবে নিম্নলিখিত চারটি ক্ষেত্র। ''গ্রাম্য পুরুষ, গ্রাম্য মহিলা, শহুরে পুরুষ ও শহুরে মহিলা (NPE 1986)।

Table 2.3: নির্বাচিত রাজ্যের তপশিলী জাতি ও উপজাতির সাক্ষরতা

রাজ্য	তপশিলী জাতি		তপশিলী উপজাতি	
	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মোট জনসংখ্যা	মহিলা
বিহার	28.5	15.6	28.2	15.5
ছত্তিশগড়	64.0	49.2	52.1	39.3
ঝাড়খণ্ড	37.6	22.5	40.7	27.2
ওড়িশা	55.5	40.3	37.4	23.4
উত্তরপ্রদেশ	46.3	30.5	35.1	20.7
ভারত	54.69		47.10	

(Source: Census of India, 2001)

ক্রান্তিকারী সামাজিক পরিবর্তনের সংঘর্ষে শিক্ষা একটি শক্তিশালী অস্ত্র। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সীমানাকে অনগ্রসর জাতির ছেলেমেয়েরা খুব সহজেই ভেঙ্গে ফেলতে পারবে। শিক্ষার উচিত মানসিক জাগরণ ঘটানো এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। শিক্ষাই হল হীনমন্যতা ও নিম্ন জীবনযাত্রাকে জয় করার একটি মাধ্যম। পাঠক্রমকে সংস্কৃতি, ভাষা, জ্ঞান ইত্যাদির অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনগ্রসর জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের সেই সকল সুযোগ ও সুবিধা তাদের পরিবেশ ও সংস্কৃতি থেকে পাওয়া উচিত, যা তারা বিদ্যালয়ে ও তত্ত্বের পাঠক্রমে শিখছে ও জানবে। নতুবা সমাজের অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে এবং তারা হীনমন্যতার স্বীকার হবে।

তপশিলী উপজাতিরা ভারতীয় জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে। চিরাচরিতভাবে তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাষা ও ভিন্ন সংস্কৃতি অনুযায়ী ভিন্নভাবে জীবনযাত্রা করে আসছে। অধিকাংশ উপজাতিদের ভাষা ভিন্ন ও মৌলিক। তাদের নিজস্ব নিয়মাবধি ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ রয়েছে। উপজাতি গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব জ্ঞানমূলক পরিকাঠামোও রয়েছে। প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের নিবিড় জ্ঞান তাদেরকে মৌলিক করে তুলেছে। তারা প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ এবং প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সহাবস্থানে অভ্যস্ত। তারা তাদের সর্বদা ও জীবনযাত্রার যুদ্ধে সংগ্রাম করতে সর্বদাই প্রস্তুত। তাদের অনেকেই তাদের ভূমি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছিল। যার মধ্যে 1855 খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা উল্লেখ্য। যা বীরসা মুন্ডা প্রমুখ কয়েকজন বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল।

নোট

যেহেতু উপজাতি সম্প্রদায়ের বাসস্থান অধিকাংশই দুর্গম ও পাহাড়ী অঞ্চলে বিন্যস্ত তারা অনেকাংশেই আধুনিক সময়ের কলকারখানা ও রাজনৈতিক কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন, যা তাদের নিম্নলিখিতভাবে অসুবিধার সম্মুখীন করেছে। তাদের পৃথক ভাষা তাদের শিশুদের উপর অতিরিক্ত বোঝা সৃষ্টি করেছে। তাদের ভিন্ন ভাষাতে, শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে, যা তাদের কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী। আর ঠিক সেই কারণেই তারা যখন তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ঐতিহ্য সম্পর্কে বিদ্যালয় পাঠক্রমে পড়ে, তা তাদের কাছে অচেনা লাগে এবং তারা পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিজেদের পরিবেশের মেলবন্ধন ঘটাতে অসমর্থ হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি (1986) তে বলা হয়েছে—"শিক্ষার সকল স্তরে পরিক্রমাকে এমনভাবে রচনা করতে হবে যে, তা যেন উপজাতি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যশালী সাংস্কৃতিক পরিচয়কে তুলে ধরে এবং তাঁদের প্রভূত সৃজনাত্মক প্রতিভাকে প্রতিফলিত করে।" সমাজবিজ্ঞান হল সর্বাধিক সঠিক বিষয়, যেখানে উপজাতি জীবনের বিভিন্ন দিক তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবেশ, উন্নয়ন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কার্যক্রম-4

1. আদমসুমারী তথ্য থেকে ভারতবর্ষের ও আপনার রাজ্যের লিঙ্গগত অনুপাত (প্রতি 1000 পুরুষ পিছু মহিলাদের সংখ্যা) খুঁজে বের করুন।

---

2. তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য সাধারণ জাতির সংগে স্বাক্ষরতার হার তুলনা করুন। সাধারণ জাতি, তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি গোষ্ঠীর মহিলা ও পুরুষ, স্বাক্ষরতার অনুপাত নির্ণয় করুন। কোন দেশ শিক্ষাগত বিষয়ে পিছিয়ে আছে সেই বিষয়ে আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন।

---

3. কোন রাজ্যে সবথেকে বেশি তপশিলী জাতি এবং উপজাতির মানুষের আধিক্য বেশি। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বৃহৎ সংখ্যালঘু ও নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর সাথে সেই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আপনি আপনার অধ্যয়নের কি উপসংহার দেবেন? লিখিতভাবে আপনার সিদ্ধান্তগুলো নিন এবং আপনার ছাত্র এবং সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করুন।

নোট

4. আদমসুমারীর তথ্য অধ্যয়নের ভিত্তিতে, ভারতের একমাত্র সর্বাধিক দুর্বল শ্রেণীটি চিহ্নিত করুন।

আপনার অগ্রগতি নির্ণয় করুন—3

1. উপকেন্দ্র কে?

---

2. ইতিহাস থেকে একটি subaltern আন্দোলনের নাম কর।

---

3. স্বাক্ষরতার হারের বিচারে কোন শ্রেণীটি সবথেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী?

2.2.7 সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

আমরা বিশ্বায়নের যুগে বাস করছি। বর্তমান যুগে মানুষ এবং বিশ্বের আন্তঃসম্পর্কিত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবহার উন্নয়ন মানুষকে কাছাকাছি এনেছে। মানুষ এবং সমাজ আজ যে সব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তার অনেক অবশ্যই আন্তর্জাতিক প্রকৃতির, উদাহরণস্বরূপ পরিবেশগত উদ্বেগগুলি, বিশ্বের সব মানুষের মুখোমুখি হয়। পরিবেশ সুরক্ষা, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশগত সম্পদের ব্যবহার সমস্ত মানুষ ও সমাজের ব্যবসা। সমগ্র মানবজাতির জন্য অন্যান্য বিষয়গুলি হল বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ এবং জাতিগুলির মধ্যে সন্ত্রাসবাদ সুনামির মত বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যক্রম এখন সব ধরনের বিশ্বব্যাপী বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার দায়িত্ব রয়েছে।

আধুনিক যুগে মানব উন্নয়ন, জীবনমান ও মানব অধিকারের গুণগতমান বিশ্বজুড়ে প্রচার

নোট

বিস্তার করেছে। বিশ্বের একাংশের উন্নয়ন এখন অন্য অংশকেও প্রভাবিত করে। বিশ্বের নাগরিকরা এখন বিশ্বের যে কোন অংশে বসবাসরত মানুষের সাথে কি ঘটেছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এর পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধের অনেক সুবিধা যেমন, নাম, স্বাধীনতা, বিচার, লিঙ্গ এবং জাতির সাম্যতা একই মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বেশির ভাগ সমাজই এসব সমস্যার সমাধান করতে থাকে। বিভিন্ন দেশের সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রম এই সমস্ত বিষয়গুলি প্রতিফলিত করে।

আসুন বিশ্বের অন্যান্য অংশে সমাজ বিজ্ঞান পাঠক্রমের সাথে কি ঘটেছে তা পরীক্ষা করি। আসুন আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার উদাহরণ গ্রহণ করি। যাতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির প্রভাব বুঝতে পারি।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংশোধিত জাতীয় পাঠ্যসূচীতে আটটি প্রধান অংশকে সমাজ বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রগুলি হল মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক, যা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত প্রসঙ্গ এবং আচরণের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধারণা, দক্ষতা এবং ইতিহাস ও ভূগোলের প্রক্রিয়া, পরিবেশগত শিক্ষা এবং মানবাধিকারের শিক্ষা এই এলাকার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজ বিজ্ঞানের শেখার ক্ষেত্রটি শিক্ষার্থীরা কি শিখবে এবং কেমনভাবে শিখছে এবং তাদের জ্ঞানপঠন নিয়ে উদ্বিগ্ন। শিক্ষার্থীদের তারা যে সমাজ ও পরিবেশে বসবাস করছে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং উত্তর খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করা হয়। এই শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে আশা করা যায় যে তা সচেতন যুক্তিশীল এবং দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। যারা গঠনমূলক ভাবে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করবে। এটাও আশা করা যায় যে, এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ করে তুলবে। গণতান্ত্রিক এবং নিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তুলতে এই পাঠক্রমের লক্ষ্য হল কিভাবে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসাম্য (যেমন-বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য ইত্যাদিকে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় সেই বিষয়ে সচেতনা গড়ে তোলা যাতে বর্ণবিভেদহীন বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রচনা করা যায়।

সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমিক বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বর্তমান এবং অতীত সম্পর্ক অনুসন্ধান দক্ষতা, মূলগত ভৌগোলিক পদ্ধতিসমূহ, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক : পরিবেশ এক সম্পদ ইতিহাস পর্যালোচনার দক্ষতা, স্থানীয়, জাতীয় এবং বিশ্বস্তরে। উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের যক্তিশীল বিশ্লেষণ দক্ষতা, সংবিধান সংক্রান্ত মূল্যবোধ, মানব অধিকার এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

এই পাঠক্রমের প্রচেষ্টা হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের উন্মেষ ঘটানো—জাতি, লিঙ্গ, শ্রেণী, xenopiobiq, xzerelide ইত্যাদি এবং আমাদের অতীত এবং বর্তমানের ওপর এই বিষয়গুলির প্রভাব।

নোট

এই পাঠক্রমে বর্তমান এবং অতীতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারনের ক্ষমতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। যার মধ্যে বঞ্চিত সম্পদের ব্যবহার রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার, লিঙ্গগত সম্পর্ক জনজীবনের ওপর তাদের .....।

2.2.8 বর্তমান জাতীয় চিন্তা অনুশীলন-সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত :

জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা (NCF 2005) তে সমাজবিজ্ঞানের বিস্তারিত বিবরণের ধারণা দেওয়া হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়, যেমন সমাজ সম্পর্কিত চিন্তাধারা, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা এবং নৃতত্ত্ব বিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের বিষয়বস্তু। এই পাঠক্রমের লক্ষ্য হল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যুক্তিশীল চিন্তার বিকাশ এবং সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে প্রশ্ন করণের মাধ্যমে সচেতনতা গড়ে তোলা। এই পাঠক্রম চায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশ্লেষণমূলক দক্ষতা প্রদান করতে যা ক্রমবর্ধমান আন্তঃনির্ভর পৃথিবীতে অভিযোজনের প্রয়োজনীয় এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করতে। NCF (2005) এর মতে সমাজবিজ্ঞানের ওপর দায়িত্ব রয়েছে ''শক্তিশালী মানব মূল্যবোধের অনুভূতি সৃষ্টি করা। যেমন স্বাধীনতা বিশ্বাস, পারস্পরিক সম্মান এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যুক্তিশীল নৈতিকতা গড়ে তোলা এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা। যাতে তারা সামাজিক শক্তিসমূহ যা এই সকল মূল্যবোধগুলিকে নষ্ট করেছে সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

সমাজবিজ্ঞানে পাঠক্রম এখনো পর্যন্ত উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। ''সাম্যতা, ন্যায়বিচার, রাজনীতি এবং সামাজিক মর্যাদার মতো বিভিন্ন বর্ণনামূলক বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তা সম্পর্কে পর্যাপ্ত বোধগম্যতার অভাব রয়েছে। উন্নয়ন বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকাকে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ''NCF (2005)।

''নাগরিক শব্দের বদলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহারে প্রস্তাবনা করা হয়েছে। নাগরিক শব্দটি ভারতীয় বিদ্যালয় পাঠক্রমে ঔপনিবেশিক সময়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অনাস্থাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হত। নাগরিক জীবনে আনুগত্য এবং আস্থা এই দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করাই ছিল মুখ্য বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নাগরিক সমাজকে এমন একটি ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করে যা অনুভূতিশীল জিজ্ঞাসু, সাবলীল নাগরিক গঠনে সক্ষম ''(NCF 2005)।

সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আঞ্চলিক মানসিকতার ভারসাম্য রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জাতীয় ইতিহাস শিক্ষনের কথা বলা হয়েছে। এর ফলে আঞ্চলিক জাতীয় এবং বিশ্ব পরিস্থিতি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর সামগ্রিক জ্ঞান সৃষ্টি হবে। বর্তমানে এই পাঠক্রমকে ভারতীয় সমাজের

নোট

সমসাময়িক সমস্যা ও বিষয়গুলি যেমন—মানবাধিকার অন্তর্ভুক্তিকরণ, পরিবেশ দূষণ, জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত বিষয়। জাতীয় সংহতি, দারিদ্রতা, অশিক্ষা, শিশুশ্রম, বহুবৈচিত্রতা, জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গগত সাম্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই পাঠক্রমের শিশু স্বাস্থ্য এবং সামাজিক পরিবর্তনের দিকগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করা প্রয়োজন এবং বৃদ্ধির সময় কৈশোরকালীন দায় বাবা, মা এর সাথে, বন্ধদল বিপরীত লিঙ্গ এবং পারিপার্শ্বিক পরিণত হন—গোষ্ঠীর সাথে ছাত্রছাত্রীদের আন্তঃসম্পর্ক পরিবর্তনের বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার সমস্যাগুলিকে সমাধানের জন্য এই পাঠক্রমে নির্দিষ্ট কিছু সমমান তৈরি করা প্রয়োজন।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ''ইতিহাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নের কথা আলোচনা করবে। এর সাথে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের উন্নয়নকে তুলনা করবে। ভূগোল, পরিবেশ সম্পদ এবং আঞ্চলিক থেকে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্তরে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা করবে এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অঞ্চল, রাজ্য, কেন্দ্রীয় স্তরে সরকারের গঠন ও কার্যকারীতা সম্পর্কে অবগত করা হবে এক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তা অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা হবে। অর্থনৈতিক বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের সমর্থ করে তুলবে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, বাজার, রাজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা গড়ে তুলতে। এখানে আরো একটি শাখা থাকবে যা এই সকল বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়। বর্ত্তমান পাঠক্রম চেষ্টা করে পাঠ্যপুস্তকের notion পরিবর্তন করতে। শুধুমাত্র নির্দেশমূলক ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে। আরও উদ্দেশ্যমূলক করে তুলতে। শিক্ষন শিখন দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। সমাজ বিজ্ঞানকে এমন কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন যা সৃজনশীলতা, নান্দনিকতা, যুক্তিশীল দৃষ্টিভঙ্গির ইত্যাদির উন্মেষ ঘটাবে এবং শিক্ষার্থীদের সমর্থন করে তুলবেন অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে, সামাজিক পরিবর্তনগুলিকে বোধগম্য করতে। সমস্যা সমাধান, নাটকীকরণ, নির্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয়করণ ইত্যাদি এমন কিছু আলোকিত পন্থা যা ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অবশ্যই অধিকমাত্রায়, দৃশ্য, শ্রব্যলিখন শিখন সময় যেমন—চিত্র, চার্ট, ম্যাপ, প্রতিলিপি, বিভিন্ন বস্তু সামগ্রী ইত্যাদি ব্যবহার করা প্রয়োজন। লেখন প্রক্রিয়া আরও বেশি সক্রিয় করে তোলার জন্য শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে শুধুমাত্র নির্দেশ দানের পরিবর্তে আলোচনা বিবাদ ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে লিখনে আশা করা যায় যে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে। এই প্রকার শিখন পদ্ধতি মুক্ত প্রান্তিয় হওয়া উচিত। শিক্ষকের/শিক্ষিকার উচিত সামাজিক বাস্তবতার বিভিন্ন মাত্রাগুলিকে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবং নিজেদের মধ্যে আত্মসচেতনতা গড়ে তোলা।

নোট

কার্যাবলী/কার্যক্রম-5

1. দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমের তুলনামূলক পর্যালোচনা করুন এবং তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি খুঁজে বের করুন।

---

2. আপনি সেই সকল বিষয় ও চিন্তাধারাগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন যা আপনার মতে ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

---

3. ভারতবর্ষে সমাজ বিজ্ঞান পাঠক্রম বিষয়ে নতুন শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া কি কি হওয়া প্রয়োজন।

আপনার অগ্রগতি নির্ণয় করুন—8

1. এমন কিছু বিষয়কে তালিকাবদ্ধ করুত্রন তা অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রে সাধারণ।

---

2. দক্ষিণ আফ্রিকায় সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমে কোন কোন বিষয় শেখানো হয়?

---

3. NCF 2005এ 'নাগরিক' শব্দের পরিবর্তে কোন নাম প্রস্তাব করা হয়েছে?

---

4. NCF 2005 অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের Notion পরিবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে কি পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

নোট

2.3 সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন উন্নয়ন ও প্রভাব বছরের পর বছর ধরে সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, বৃদ্ধি ও পরিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে সমাজবিজ্ঞান একটি শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই সময় যাবৎ বিভিন্ন উন্নয়ন এর পাঠক্রমকে প্রভাবিত করেছে। এই সময় যে বিষয়গুলি সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেগুলি হল—ভারতীয় ইতিহাসের লিপিবদ্ধকরণ ভারতীয় ভূভাগে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য, ভারতীয় জনগোষ্ঠীর আদমসুমারী। ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি। ব্রিটিশ সরকার চেষ্টা করেছিল ভারতবর্ষে তাদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্রবেশ। ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থায় কিছু ঋণাত্মক উপাদান প্রবেশ করানোর এবং ইউরোপীয়ান সংস্কৃতির আধিপত্য বিস্তার করতে। জাতীয়তাবাদী মনোভাব যা উপনিবেশিক সময়কালে জাগরিত হয়েছিল, ব্রিটিশ প্রবর্তিত বিষয়বস্তুর পরিবর্তে বিকল্প বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিল এবং সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমকে প্রভাবিত করেছিল।

স্বাধীনতার পরিবর্তী সময়ে নতুন মূল্যবোধ এবং প্রতিফলন দেখা দিয়েছিল ভারতীয় সংবিধানে। সামাজিকতা, উদারতা, সাম্যতা, ন্যায়বিচার এবং সৌভাতৃত্বের মত মূল্যবোধগুলি নতুন সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমে নিজেদের স্থান করে নেয়। নতুন সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রম বিভিন্ন বিষয়কে গুরুত্ব দেয়—যেমন বৈচিত্রতা, জাতীয় সংস্কৃতি, অন্তর্নিহিত বোধগম্যতা, পরিবেশ ইত্যাদি। নিপীড়িত জাতি, উপজাতি ও বৈশিষ্টগত দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ সর্বদাই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। এই সকল বিষয়গুলি সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমকেও প্রভাবিত করেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রম আমাদের বুঝতে সাহায্য করে অন্যদেশে সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমে কি ঘটছে। দুটি বৈপ্লবিক জাতির সামাজিক উদ্বেগ এবং উভয়দেশের সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা কিভাবে স্থান পেয়েছে তা দেখতে চরিত্রটা কেমন পাওয়া যায়। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমের বর্তমান জাতীয় চিন্তাভাবনা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব জ্ঞান এবং আমাদের সমাজের বিনাশের উপর জোর দেওয়ার সাথে সাথে শিক্ষা ও শিক্ষার নতুন বিষয় নিয়ে সমালোচনামূলক জাতীয় ও সামাজিক সমস্যাগুলির সাথে পাঠক্রমটি প্রণয়ন করতে চায়।

2.4 উত্তরের মাধ্যমে আপনার অগ্রগতি নির্ণয় করুন

আপনার অগ্রগতি নির্ণয়—1

1. জেমস্ মিল্

নোট

2. জেমস্ প্রিন্সেপ
3. দেশ পরিদর্শন/অন্বেষণ এবং মানচিত্র তৈরী করা
4. বরোদার মহারাজা সিয়াজি-রাও গায়কোয়াড়

আপনার অগ্রগতি নির্ণয়—2

1. গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্যতা, ন্যায়বিচার এবং ভ্রাতৃত্ব।
2. মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1948-49)
3. জাতীয় শিক্ষানীতি (1986)
4. UNO, UNESCO, UNICEF ইত্যাদি।

আপনার অগ্রগতি নির্ণয়—3

1. প্রান্তিক এবং নিপীড়িত
2. সাঁওতাল বিদ্রোহ (1855)/চম্পারন সংগ্রাহক (1917-18)/ বরদোলই সত্যাগ্রহ (1928)
3. উপজাতীয় নারীসমূহ

আপনার অগ্রগতি নির্ণয়—4

1. পরিবেশ, ব্যবসা ও বাণিজ্য, মানবাধিকার, সমতা ইত্যাদি
2. সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপট এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হিসাবে মানুষের বিজ্ঞান এবং মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে এলাকা অধ্যয়ন শেখার সমাজ বিজ্ঞান।
3. রাষ্ট্রবিজ্ঞান
4. পাঠ্যপুস্তকগুলি আরও তাৎক্ষণিকভাবে জ্ঞাত হওয়া থেকে পরিবর্তিত হওয়া উচিত।

2.5 নির্বাচিত পাঠ্য ও রেফারেন্স

- Department of Education, Pretoria, South Africa (2002). Revised National Curriculum Statement Grades R-9 (Schools), Social Sciences.
- His eastern and western Disciples (2000). Life of Swami Vivekananda, 2 vols. (Calcutta: Advaita Ashrama.
- National Policy on Education, 1986.
- NCERT (2005). National Curriculum Framework 2005. New Delhi: NCERT.
- Seneviratna, Anuradha. (1994). King Asoka and Buddhism. Knndy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society.
- Census of India, 2011
- http://asi.nic.in/asi_aboutus_history.asp

নোট

- http://www.nlm.nic.in/literacy01_nlm.htm
- http://www.censusindia.gov.in
- Thomas Babington Macaulay, "Minute on Education," in Through Indian Eyes: The Living Tradition, Donald J. Johnson, et al. (New York: CITE Books, 1992).

2.6 একক শেষের অনুশীলন

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন

1. উপনিবেশিক যুগে সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা করুন।
2. সংক্ষেপে বিভিন্ন সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও আদর্শগুলি ব্যাখ্যা করুন যা সমাজ বিজ্ঞান পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল।
3. কেন আপনি Subaltern দৃষ্টিকোণকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন?
4. ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থান কি? সমাজবিজ্ঞান পাঠক্রমে কি লিঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা উচিত?
5. আপনি কি মনে করেন আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করে তাদের রূপান্তরিত করা সম্ভব?/ আপনি কি মনে করেন সংস্কৃতিক সংরক্ষণ করে আদিবাসী সমাজকে রূপান্তরিত করা সম্ভব?
6. সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রমের জন্য জাতীয় সংহতি এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার কি কি প্রভাব রয়েছে।
7. দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রমের ক্ষেত্রে কোন মূল্যবোধ এবং বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ? এই মূল্য ও বিষয়গুলির কি ভারতের জন্য কোন তাৎপর্য আছে?
8. ভারতের সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রম ছাত্রদের মধ্যে কি মূল্যবোধের বিকাশ করার চেষ্টা করেছে?
9. ভারতের সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষন-শিখন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।